গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬১ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ১২ - ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৮ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

জ্বালানি তেলের দাম অত্যন্ত দেরিতে ও নামমাত্র কমানোর প্রতিবাদ জানাল কেন্দ্রীয় কমিটি

১০ শতাংশেরও কম হারে জ্বালানি তেলের দাম কমানোর সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ৬ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, যে কেন্দ্রীয় সরকার এতকাল বিশ্ববাজারে তেলের দাম বৃদ্ধির অজুহাতে দেশের অভ্যন্তরে দফায় দফায় পেট্রোপণ্যের দাম বাড়িয়েছে, আজ বিশ্ববাজারে তেলের দাম ২০০ শতাংশেরও বেশি পরিমাণে কমে যাওয়া সত্ত্বেও সেই সরকারই দীর্ঘ সময় কিছু না করে এবং টালবাহানা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত জনমতের চাপে বাধ্য হয়েই পেট্রল-ডিজেলের নামমাত্র দাম কমিয়েছে, যা বিশ্ববাজারে তেলের ব্যাপক মূল্য হ্রাসের পরিমাণের সাথে আদৌ মেলে না।

দীর্ঘসময় ধরে বর্ধিত দাম বজায় রেখে, জনগণের পকেট কেটে কোম্পানিগুলিকে কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটের ব্যবস্থা করে দেওয়ার পর এই লোকদেখানো দাম কমানো বুঝিয়ে দেয়, এই সরকার কীভাবে জনগণের সাথে প্রতারণা করে দেশীয় ও বিদেশি তেল কোম্পানিগুলির লুটের স্বার্থ রক্ষা করে যাচ্ছে। বর্তমান দাম কমানোর সিদ্ধান্তের পিছনে যদি দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষত গরিব মানুষের স্বার্থরক্ষার চিন্তা থাকত, তবে সরকার অবশ্যই গ্যাস ও কেরোসিনের দাম কমাত, যা তারা করেনি। ফলে এ কথা পরিষ্কার যে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জনের এই পথ তারা নিয়েছে যা বাস্তবে লোকঠকানো কৌশল ছাড়া কিছু নয়। কারণ এই মূল্য হ্রাসের দ্বারা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশছোঁয়া দাম ও বর্ধিত পরিবহন ভাড়া থেকে সাধারণ মানুষ রেহাই পাবে না।

দাম কমানোর নামে এই চাতুরির প্রতিবাদে দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলে, শুধু পেট্রল-ডিজেল নয়, রান্নার গ্যাস ও কেরোসিনের দাম কমাতে এবং সেই দাম কমানোর ফল যাতে জনগণ বাস্তবে পায়, তা নিশ্চিত করতে সরকারকে বাধ্য করার জন্য কমরেড নীহার মুখার্জী জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদই সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর

২৬ নভেম্বর মুম্বইয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলা ও নিরীহ মানুষের মৃত্যু গোটা দেশের মানুষকে বেদনাহত ও আতঙ্কিত করেছে। তাজ হোটেল, ওবেরয় হোটেল, নরিম্যান হাউস, ছত্রপতি শিবাজী রেল স্টেশন, কামা হাসপাতাল, মেট্রো সিনেমা, মাজগাঁও বন্দর, গিরগাঁও চৌপট্টি সহ অন্ততপক্ষে ১২টি জনবহুল স্থানে সন্ত্রাসবাদীরা বিস্ফোরক ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হামলা চালিয়েছে। তাজ হোটেল ও নরিম্যান হাউস দখল করে আবাসিকদের বন্দী করে যেভাবে সন্ত্রাসবাদীরা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল, তা ভারতে ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি। প্রায় ২০০ মানুষ নিহত হয়েছেন, আহত শত শত। এই ভয়ঙ্কর আক্রমণের ঘটনা এবং তার হাত থেকে বাঁচার চেষ্টায় নারী-পুরুষের আর্তনাদের মর্মান্তিক দৃশ্য যাঁরা টিভির পর্দায় দেখেছেন, যাঁদের পরিজনরা এই আক্রমণের শিকার হয়েছেন, সকলেই গভীর আতঙ্কে শিউরে উঠেছেন। ভারতের বাণিজ্য রাজধানী হিসাবে পরিচিত মুম্বইয়ে তাজ হোটেলের মতো জায়গা যদি এভাবে সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা প্রকাশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে, তবে নিরাপত্তা কোথায়? এক অন্তহীন আশঙ্কা নিয়ে সারা দেশের মানুষ ভাবছে এই সন্ত্রাসবাদের উৎস কী, এর হাত থেকে বাঁচার পথই বা কী?

এ কথা পরিষ্কার যে, হঠাৎ করে এক দিনের পরিকল্পনায় এই হামলা ঘটতে পারে না। এ খবরও প্রকাশ পেয়েছে যে, তাজ হোটেলের ভিতরে বিস্ফোরক ও অস্ত্রশস্ত্র মজুত করা হচ্ছিল অনেকদিন ধরেই। সন্ত্রাসবাদীরা কোন দেশ থেকে কোন পথে, কী উপায়ে মুম্বইয়ে ঢুকেছিল, তা নিয়ে যতই জল্পনা-কল্পনা চলুক, গোটা ঘটনা এ দেশের নাগরিক নিরাপত্তার শোচনীয় অবস্থাকে নগ্ন করে দিয়েছে। তাই শিবরাজ পাতিলের বদলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

চারের পাতায় দেখুন

৬ ডিসেম্বর কলেজ স্কোয়ার থেকে মেট্রো চ্যানেল পর্যন্ত পদযাত্রায় বুদ্ধিজীবীরা

লালগড় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সাধুতার ভান করছেন

সমস্যা সমাধানের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে এস ইউ সি আইয়ের চিঠি

(এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৫ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীকে এই চিঠিটি পাঠিয়েছেন।)

পশ্চিম মেদিনীপুরের লালগড়ে আদিবাসী মহিলাদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের জন্য আপনি 'দুঃখিত ও লজ্জিত' হয়েছেন— এ সংবাদ দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরে গণহত্যা ও ধর্ষণের ঘটনায় এভাবেই আপনি দুঃখপ্রকাশ করে বলেছিলেন, 'নন্দীগ্রামের ঘটনা ভুলে যান', 'আমাদের কিছু ভুল হয়েছে'। আবার সেই আপনি প্রকাশ্য সভায় হাতের আস্তিন গুটিয়ে বলেছিলেন, 'ঢিল মারলে পাটকেল খেতে হয়'। আপনার এই সাধুতার ভান পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে বহুদিন আগেই উন্মোচিত। আপনি একদিকে যেমন মুখ্যমন্ত্রী, আবার আপনারই হাতে পুলিশ দপ্তর। আর সেই পুলিশের নিষ্ঠুর অত্যাচার গত ১০ বছর ধরে আপনার অজ্ঞাতেই ঘটে চলেছে, পশ্চিমবাংলার মানুষকে কি তা বিশ্বাস করতে হবে? লালগড়ে আদিবাসী ও সাধারণ মানুষের ওপর পুলিশি নির্যাতনের ঘটনা কি আজই প্রথম ঘটল? এতদিন কি আপনি জানতে পারেননি? সেদিন অর্থাৎ ৪ ডিসেম্বর, ২০০৮ বিধানসভায় 'দুঃখ ও লজ্জা' যখন ব্যক্ত করছিলেন, ঠিক সেই সময়ই আপনার দলের কয়েকশত সশস্ত্র ক্রিমিনালের বাহিনী বাইরে থেকে গাড়ি করে এসে ভাদুতলা, পিড়াকাটা, ধেড়ুয়া, ভীমপুর, চাঙড়া, কইমা, গুড়গুড়িপাল প্রভৃতি স্থানে জড় হয়ে আন্দোলনকারীদের নন্দীগ্রামের ঢংয়ে শাসিয়ে গেছে। আপনাদের এই দ্বৈতচরিত্র সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের আন্দোলনে এ রাজ্যের মানুষ দেখেছে, এখানেও সেই চতুরতারই আশ্রয় আপনি নিয়েছেন।

লালগড় ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলিতে 'মাওবাদী' তকমা দিয়ে গরিব আদিবাসীদের ওপর দীর্ঘকাল ধরে আপনার সরকারের পুলিশ যে নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে বা এখনও চালাচ্ছে, তা মধ্যযুগীয় বর্বরতারই সামিল বলে আমরা মনে করি। গত ১০ বছর ধরে এলাকায় শতাধিক পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে নিরীহ আদিবাসীদের নানা অজুহাতে ক্যাম্পে তুলে নিয়ে গিয়ে নারী, পুরুষ; শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে অকথ্য নির্যাতন, নারীর ইজ্জতহানি, এমনকী হত্যার ঘটনা পর্যন্ত এই এলাকাগুলিতে ঘটেছে। এই গরিব আদিবাসীরা আপনার সরকারের পুলিশ ও প্রশাসনিক দপ্তরে এই সব নিষ্ঠুর ঘটনা বন্ধের দাবিতে বারেবারে আবেদন নিবেদন জানানো সত্ত্বেও সরকারি দপ্তর, পঞ্চায়েত তাতে কোনওদিন কর্ণপাত করেনি এবং তা বন্ধ করার উদ্যোগ সরকারি কোনও স্তর থেকেই নেওয়া হয়নি। বরং অভিজ্ঞতা হ'ল অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ ও সি পি এমের পক্ষ থেকে নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। ক্লাস সেভেনের ছাত্র সহ কয়েকজন নিরীহ মানুষকে গ্রেপ্তার, মারধর, মামলায় ফাঁসানো, পুলিশের বুটের মারে গ্রাম্য মহিলার গর্ভস্থ ৮ মাসের সন্তানের মৃত্যু, আর একজনের একটি চোখ নষ্ট হওয়া, এইসব খবর জেনেও তো আপনি চুপ করেছিলেন, নাকি আপনি এ রাজ্যের খবর রাখতেন না। ফলে অত্যাচারের ঘটনা গরিব আদিবাসীদের নীরবে সহ্য করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকে না। সম্প্রতি শালবনিতে ইস্পাত কারখানা উদ্বোধন অনুষ্ঠান থেকে আপনার ফেরার পথে কনভয়ের ওপর ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে এই অত্যাচার আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। ফলে বিগত দিনগুলির পুলিশি অত্যাচার, সরকারি দপ্তরগুলির অবহেলা ও অমানুষিক

সাতের পাতায় দেখুন

● পেট্রোল-ডিজেলের উপযুক্ত হারে দাম কমানো ও বর্ধিত বাসভাড়া প্রত্যাহার
● মূল্যবৃদ্ধি রোধ ● বিদ্যুতের মাশুল কমানো ● সারের কালোবাজারি রোধ ● পিটিটিআই সমস্যা সমাধান ● লালগড়ে পুলিশি নির্যাতন বন্ধ, দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তি ও অন্যান্য দাবিতে

১৭ ডিসেম্বর

গণ আইন অমান্য

জমায়েত • কলেজ স্কোয়ার, বেলা ১২টা

অবিলম্বে ভাড়া কমানোর দাবি তুলল পরিবহন যাত্রী কমিটি

তেলের মূল্যহ্রাস সংক্রান্ত সরকারি ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করে পরিবহন যাত্রী কমিটির সাধারণ সম্পাদক সদানন্দ বাগল ৬ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১৪৭ ডলার থেকে কমে ৪৩ ডলার হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম কমিয়েছে লিটার প্রতি মাত্র ৫ টাকা ও ২ টাকা, নিত্যপ্রয়োজনীয় রান্নার গ্যাসের মূল্য অত্যধিক হওয়া সত্ত্বেও তার দাম কমায়নি। তিনি এর তীব্র বিরোধিতা করে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম আরও কমানো এবং রান্নার গ্যাস ও কেরোসিনের দাম কমানোর দাবি জানান। সাথে সাথে অবিলম্বে এ রাজ্যে পরিবহনের ভাড়া কমানো ও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে তিনি দাবি জানিয়েছেন।

সিরিয়ায় কমরেড মানিক মুখার্জী

২৩-২৪ নভেম্বর সিরিয়ার দামাস্কাসে প্যালিস্টিনিয়ান জনগণের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকারের সপক্ষে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কমরেড মানিক মুখার্জী যোগ দেন। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসাবেই তাঁকে সিরিয়ার বাথ আরব সোস্যালিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। এর পর বাথ পার্টির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গেও তাঁর আলোচনা হয়। ১৬-১৮ জানুয়ারি বেইরুটে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁর আমন্ত্রণ বাথ পার্টি গ্রহণ করে।

দামাস্কাসে সম্মেলন মঞ্চে কমরেড মানিক মুখার্জী

সিরিয়ার বাথ আরব সোস্যালিস্ট পার্টির অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল্লা আল আহ্‌মার-এর সাথে আলোচনায়

সিরিয়ার আরব রিজিওনাল সেন্টার ফর এগ্রিকালচারাল স্টাডিজের ডিরেক্টর, সরকারের কৃষি উপদেষ্টা ডঃ ইয়াহিয়া বাকুর ও আমেরিকার ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টির নেত্রী কমরেড সারা ফ্লাউডার্স-এর সাথে

২২ জানুয়ারি ২০০৯ সরকারি-আধাসরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের রাজ্যব্যাপী ধর্মঘটের আহ্বান

সীমাহীন বঞ্চনা ও সর্বাত্মক আক্রমণ মোকাবিলায় এবং ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারি-আধাসরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা ২২ জানুয়ারি রাজ্যব্যাপী ধর্মঘট আহ্বান করেছেন।

১৮ নভেম্বর সরকারি-আধাসরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের 'যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ' ও অন্যান্য সহযোগী কর্মচারী সংগঠনগুলির আহ্বানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী হলে দেড় সহস্রাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এক যুক্ত কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মঞ্চ-র আহ্বায়ক বর্ষীয়ান নেতা ফটিক দে এবং কনভেনশনের মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের বিশিষ্ট নেতা বিমল জানা। কনভেনশনে ১৮টি কর্মচারী ও শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ রাজ্যব্যাপী ধর্মঘটের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। দু'টি সংগঠনের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ২২ জানুয়ারি ধর্মঘটের পরিবর্তে গণছুটির প্রস্তাব করলেও ব্যাপক সাধারণ কর্মচারীদের সমর্থনে শেষপর্যন্ত কনভেশনে ধর্মঘটের সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়।

এই কনভেনশনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে এ আই ইউ টি ইউ সি নেতা দিলীপ ভট্টাচার্য, এ আই সি সি টি ইউ নেতা অতনু চক্রবর্তী এবং আই এন টি টি ইউ সি নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সরকারি কর্মচারীদের প্রতি বঞ্চনার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

নদীয়ায় পরিচারিকা খুনের প্রতিবাদে সরব পরিচারিকা সমিতি

পরিচারিকারা আজও কত নির্যাতিত হন তার প্রমাণ সুদীপা হালদারের নৃশংস মৃত্যু। রানাঘাট থানার বিষ্টু বসু লেনের বাসিন্দা অসীম ব্যানার্জীর বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতে গিয়ে ১৯ অক্টোবর তিনি খুন হন। এ খবর প্রকাশ পেতেই স্থানীয় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পরিচারিকাদের সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের দাবিতে দীর্ঘদিনের লড়াকু সংগঠন সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির স্থানীয় নেতৃত্ব মৌসুমী হাতি, শোভা ব্যানার্জী ও অন্যান্যরা মৃত সুদীপা হালদারের মা আশালতাদেবীর সঙ্গে দেখা করেন।

খুনের কোনও কিনারা না হওয়ায় ২২ অক্টোবর রাধা মিত্রের নেতৃত্বে দশজনের প্রতিনিধিদল থানায় আই সি-র কাছে ডেপুটেশন দেন। আই সি-র পক্ষপাতমূলক আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ২৭ অক্টোবর পরিচারিকা সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী পার্বতী পাল, আশালতা দেবী, এস ইউ সি আই এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা এসডিপিও-কে ডেপুটেশন দেন। সমিতির পক্ষ থেকে অবিলম্বে অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়। এস ডি পি ও বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। ৬ নভেম্বর এস ডি ও-কে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা সহ পরিচারিকা সমিতি ও স্থানীয় মানুষ এস ডি ও অফিসে বিক্ষোভ দেখায়, খুনির অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানায়। জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রত্যক্ষদর্শীর গোপন সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

কৃষক ও খেতমজুরদের কোলাঘাট ব্লক অফিস ঘেরাও, বিক্ষোভ

অবিলম্বে কোলাঘাট ব্লকের জলবন্দী এলাকার সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিনামূল্যে বিকল্প ধানচাষের বীজ-সার-কীটনাশক সরবরাহ, আগামী বর্ষার পূর্বে ব্লকের দেহাটী-দেনান-সোয়াদিঘী-টোপা ড্রেনেজ-খড়িচক-নোয়াবেনিয়া-জঁকুলি-কামিনা প্রভৃতি নিকাশি খালগুলিকে পূর্ণ সংস্কার, সারের কালোবাজারি বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ণ সহ ১১ দফা দাবিতে ১৮ নভেম্বর কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের কোলাঘাট ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বক্তব্য রাখেন নারায়ণচন্দ্র নায়েক, গোপাল মাইতি, বিশ্বরূপ অধিকারী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বিক্ষোভকারীরা বিডিও, এডিও, পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষকে প্রায় দু'ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখেন এবং স্মারকলিপি দিয়ে দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করেন।

দীর্ঘ আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় সরকার নির্ধারিত দামের থেকে বেশি দামে কোনও দোকানদার সার বিক্রি করলে এ বিষয়ে সরকারিভাবে ব্যাপক প্রচার করা হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন হরিপদ প্রামাণিক, শচীনন্দন খাটুয়া, নারায়ণচন্দ্র নায়েক, মিলন মণ্ডল, মনোরঞ্জন আদক, নেপাল বাগ, পার্বতী দাস, আরতি সরকার, অপর্ণা দাস প্রমুখ।

উল্লেখ্য, বীজধান দেওয়ার জন্য কৃষিদপ্তর প্রায় ১ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। ঐ টাকায় ধান কেনার জন্য এখনও টেন্ডার করা হয়নি। নির্দিষ্ট সময়ে ঐ বীজধান চাষীদের দেওয়া না হলে তা কোনও কাজে লাগবে না।

পার্টটাইম সাফাই কর্মচারীদের কোচবিহারে বিক্ষোভ অবস্থান

কোচবিহার শহরে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের হেড অফিসের সামনে ২৫ নভেম্বর ব্যাঙ্কের পার্টটাইম সাফাই কর্মচারীরা বিক্ষোভ-অবস্থানে সামিল হয়েছিলেন। এই বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচির উদ্যোক্তা ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ইউনিট। বিক্ষোভে সামিল সাফাই কর্মচারীদের দাবি ছিল — পার্টটাইম কর্মীদের ফুলটাইম করার সরকারি নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। উল্লেখ্য বহুদিন আগেই স্টেট ব্যাঙ্ক পার্টটাইম সাফাই কর্মীদের ফুলটাইমে উন্নীত করেছে। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে তা আজও হয়নি।

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ইউনিট সভানেত্রী শোভা বল বিক্ষোভ অবস্থানে বলেন, যদি কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে না নেন, তা হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের ইউনিট সম্পাদক সুব্রত দাস, অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি'র পক্ষে অভিজিৎ রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। পরে স্মারকপত্র পেশ করা হয়।

জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলন

বর্তমান শ্রমিক আন্দোলনের সংকট এবং ভবিষ্যৎ আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ডব্লু বি এস ই বি পার্ট টাইম সুইপার ইউনিয়নের জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলন ২৩ নভেম্বর সোনাউল্লা স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। ১৫০ জন প্রতিনিধি এতে অংশ নেন। শুরুতে শ্রমিক আন্দোলনের মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। ১০ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি কমরেড পঙ্কজ মণ্ডল। সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের সহ-সভাপতি কমরেড ক্ষিতীশ রায়। সম্মেলন থেকে ১৭ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

মুনাফা হলে মালিকের, ক্ষতির বোঝা বইবে শ্রমিকরা

এটাই পুঁজিবাদী নিয়ম

বিশ্বজুড়ে আর্থিক দুরবস্থা বিচার করে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আই এল ও) সম্প্রতি সতর্কবাণী করেছে, ২০০৯ সালের শেষে বিশ্বব্যাপী কাজ হারাবেন ২ কোটির বেশি মানুষ। আই এল ও-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বে বেকার মানুষের সংখ্যা ২০০৭-এর ১৯ কোটি থেকে ২০০৯-এর শেষে দাঁড়াতে পারে ২১ কোটিতে। এক লাফে এতখানি বৃদ্ধি ইতিহাসে এই প্রথম। যদিও, যত দিন যাচ্ছে ততই মন্দার গভীরতা যেভাবে আরও বেশি করে স্পষ্ট হচ্ছে, তাতে অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে, সংখ্যাটা দ্বিগুণও হতে পারে। রিপোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে, মন্দার প্রভাবে দরিদ্র মানুষেরাই সবচেয়ে বেশি দুরবস্থার শিকার হতে চলেছে। যেসব দরিদ্র মানুষের দৈনিক আয় এক বা দু'ডলারের কম, তাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৪ কোটি ও ১০ কোটির বেশি বাড়তে পারে।

আর্থিক মন্দা এ দেশেও ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। মার্কিন অর্থনীতিতে ধসের শুরু থেকেই প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী সহ ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রধানরা জোর গলায় বলে আসছিলেন, মন্দা মারাত্মক হলেও ভারতে তার কোনও প্রভাব পড়বে না; ভারতীয় অর্থনীতি অনেক বেশি মজবুত। তাঁদের এই সাড়ম্বর ঘোষণা এবং বিশ্বায়ন ও উদারনীতির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দেশজোড়া প্রচারকে মিথ্যা প্রমাণ করে মন্দা প্রভাব ফেলছে অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে। সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে ব্যাঙ্ক, অটোমোবাইল, বিমান চলাচল, তথ্যপ্রযুক্তি, ইস্পাত, আবাসন, সিমেন্ট, বস্ত্র, পর্যটন এবং উৎপাদন শিল্পে। এইসব শিল্পক্ষেত্রে মন্দার ধাক্কা সামলাতে সংস্থাগুলি একদিকে উৎপাদন কমাচ্ছে, অপরদিকে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন কমাচ্ছে, কাজের বোঝা বাড়াচ্ছে, নামিয়ে আনছে ছাঁটাইয়ের মারাত্মক কোপ। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরে আগস্ট থেকে অক্টোবর, এই তিন মাসেই ভারতে চাকরি হারিয়েছেন ৬৫ হাজারের বেশি মানুষ। বস্ত্রশিল্পে ইতিমধ্যেই ছাঁটাই হয়েছে সাত লক্ষ, আরও পাঁচ লক্ষ ছাঁটাইয়ের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, ইস্পাত শিল্পে ঘোষণা করা হয়েছে ২৫-৩০ শতাংশ ছাঁটাই।

মন্দার ব্যাপকতা অটোমোবাইল বা গাড়ি শিল্পের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। অটোমোবাইল শিল্পকে আধুনিক অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে ধরা হয়। গাড়ি শিল্পে যে দেশ যত এগিয়ে, সে দেশের অর্থনীতি তত বেশি চাঙ্গা বলে একটা ধারণা পুঁজিবাদী মহলে চালু আছে। সেই গাড়ি শিল্পের হাল কী? এদেশে গাড়ি শিল্পের প্রথম সারিতে রয়েছে টাটা মোটরস। শুধুমাত্র অক্টোবর মাসে কোম্পানির বিক্রি কমেছে ২৯ শতাংশ। লাভের ঘাটতি এড়াতে জামশেদপুরে তাদের প্রধান কারখানাটি দ্বিতীয় বারের জন্য বন্ধ রেখেছে টাটা মোটরস। সংস্থার পুণে এবং লখনউ কারখানাতেও নভেম্বর মাসেই দ্বিতীয় বারের জন্য ক্লোজার ঘোষণা করা হয়েছে। এর দ্বারা কোম্পানি তার লাভ বজায় রাখলেও কোপ এসে পড়েছে শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর। ৬৯০০ কর্মীকে বিনা বেতনে ছুটি নিতে বাধ্য করেছে টাটা মোটরস। একইভাবে গাড়ি বিক্রির সংখ্যা কমেছে দেশের বৃহত্তম গাড়ি তৈরির সংস্থা মারুতি সুজুকির-ও। আগের মাসের তুলনায় অক্টোবরে বিক্রি কমে চার ভাগের এক ভাগ হয়েছে হোন্ডা সিয়েলের। কোম্পানি রাজস্থানে তাদের দ্বিতীয় কারখানায় নতুন গাড়ির উৎপাদন পিছিয়ে দিয়েছে। ডিসেম্বর পর্যন্ত অশোক লেল্যান্ডের কারখানায় বাণিজ্যিক গাড়ি তৈরির কাজ হবে সপ্তাহে তিন দিন। মহীন্দ্রা এবং হুন্ডাই তাদের সাপ্তাহিক উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে। বিড়লা গোষ্ঠীর হিন্দুস্থান মোটরস ইতিমধ্যে এক হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করেছে। একই অবস্থা দু'চাকার গাড়িরও। হিরো হোন্ডা, বাজাজ অটো বা টিভিএস — সকলেরই বিক্রি কমেছে।

আর্থিক মন্দার জেরে চাহিদা কমাই গাড়ি শিল্পে মন্দার কারণ। মন্দার প্রভাব পড়েছে এই শিল্পের সহযোগী শিল্পগুলিতেও। এখন কোনও বড় কোম্পানিই প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের সব নিজেরা তৈরি করে না — বরাত দেয় অসংখ্য ছোট ও মাঝারি সংস্থাকে। এই সংস্থাগুলিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে বড় কোম্পানির থেকে বেশি। ফলে এগুলিতে ছাঁটাইয়ের সংখ্যা আরও বেশি।

গাড়ি শিল্পে মন্দা বিশ্বজুড়ে। বিশ্বখ্যাত ফোর্ড মোটর কোম্পানি দু'হাজারের বেশি দক্ষ কর্মী ছাঁটাই করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। ফোর্ডের অধীন আন্তর্জাতিক গাড়ি তৈরি সংস্থা ভলভো বিভিন্ন দেশে তাদের ৩৯০০ কর্মীকে ছাঁটাই করছে। জেনারেল মোটরস গাড়ি উৎপাদন প্রায় তিন লক্ষ কমিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। বিশ্বের তিন নম্বর গাড়ি প্রস্তুতকারক ক্রাইসলার এল এল সি জানিয়েছে, বছরের শেষে তারা পাঁচ হাজার কর্মী ছাঁটাই করবে।

ইস্পাত সহ ধাতু শিল্পও রেহাই পায়নি। ২৫-৩০ শতাংশ কর্মী ছাঁটাই হবে বলে জানিয়েছেন, এ দেশে ইস্পাত প্রস্তুতকারকদের অন্যতম সজ্জন জিন্দাল। চাহিদার ব্যাপক ঘাটতি হওয়ায় 'সেল' অক্টোবর মাসে ৩৭ শতাংশ উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে। জিন্দাল গোষ্ঠী কর্ণাটকের বল্লারিতে তাদের ইস্পাত প্রকল্পের সম্প্রসারণের কাজ মন্দার কারণে পিছিয়ে দিয়েছে। 'জেএসডব্লিউ', 'এসার' আগেই ২০ শতাংশের বেশি উৎপাদন কমিয়েছে। উষা মার্টিনের উপরও এই মন্দার প্রভাব পড়েছে। চাহিদার অভাবে উৎপাদন অন্তত ৩০ শতাংশ কমাতে বাধ্য হচ্ছে বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম ইস্পাত নির্মাতা সংস্থা টাটা অধিগৃহীত কোরাস। বিশ্বের বৃহত্তম ইস্পাত সংস্থা আর্সেলর-মিত্তল ফ্রান্স, জার্মানি এবং বেলজিয়ামে স্মেলটিং চুল্লি বন্ধ করে দিয়েছে, বিশ্বজুড়ে কোম্পানির সব কারখানাতেই শুরু হয়েছে ছাঁটাই। মিত্তল গোষ্ঠী ঝাড়খন্ড ও ওড়িশায় তাদের নতুন দু'টি ইস্পাত কারখানা তৈরির কাজ স্থগিত রেখেছে।

আমেরিকার ঋণের বাজারে ধস নামায় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক লেম্যান ব্রাদার্স সহ এ পর্যন্ত প্রায় ১৯টি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে গেছে। প্রায় ২৪টি ভারতীয় সংস্থার শেয়ারে লেম্যান ব্রাদার্সের লগ্নি ছিল। এর ধাক্কা সামলাতে হচ্ছে ঐ সংস্থাগুলিকে। ভারতে লেম্যান ব্রাদার্সের শাখাগুলিতে প্রায় আড়াই হাজার কর্মী কাজ করতেন, যাঁরা আজ প্রায় সকলেই বেকার। মার্কিন বহুজাতিক সিটি ব্যাঙ্ক গোষ্ঠী তাদের সংস্থার ৫২ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তাদের ভারতীয় বিভিন্ন সংস্থায় নিযুক্ত কর্মীরাও। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ব্যাঙ্কিং সংস্থা এইচ এস বি সি বিশ্বজুড়ে দেড় হাজারের বেশি কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা নিয়েছে। আর্থিক লেনদেন, ক্রেডিট কার্ড ও পর্যটন ব্যবসায় যুক্ত আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাঙ্ক মন্দার জেরে বিশ্বজুড়ে তাদের ৭ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। ভারতে এই কোম্পানির প্রায় একশো সাধারণ ও উচ্চপদস্থ কর্মীকে ছাঁটাইয়ের নোটিস ধরানো হয়েছে। শুধু নভেম্বরে মার্কিন বেসরকারি সংস্থায় কর্মী ছাঁটাই হয়েছে আড়াই লক্ষ।

লেম্যানের পতনের জেরে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা হিউলেট প্যাকার্ড (এইচ পি) বিশ্বজুড়ে প্রায় ২৫ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা নিয়েছে। ভারতে এইচপি-র প্রায় ৩০ হাজার কর্মী রয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় এক হাজার কর্মী ছাঁটাই হতে চলেছেন। আমেরিকা, ইউরোপের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, বিমা সহ বৃহৎ-মাঝারি আর্থিক পরিষেবা প্রতিষ্ঠানগুলি দেউলিয়া বা দুর্বল হয়ে যাওয়ায় এ দেশেও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে চলছে ভাটার টান। ফলে সংস্থাগুলির কর্মী নিয়োগে চলছে কাট-ছাঁট। আই বি এম দেড় হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করেছে। সত্যম কমাচ্ছে পাঁচ হাজার কর্মী। টিসিএস ছাঁটাই করছে ৫০০ কর্মী। প্রায় প্রতিটি কোম্পানিই বাড়াচ্ছে কাজের বোঝা। টিসিএস দৈনিক কাজের সময় বাড়িয়ে ৯ ঘণ্টা করেছে, উইপ্রো কাজের সময় আগেই সাড়ে ন'ঘণ্টা করে দিয়েছে।

বিমান পরিবহন ক্ষেত্রেও এ দেশে মন্দার ধাক্কা ব্যাপক আকারে পড়েছে। বিমান সংস্থাগুলি কর্মী হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বহু উড়ান বাতিল করছে। জেট এয়ার ওয়েজ কিংফিশারের সঙ্গে জোট বেঁধেই আটশো জনের হাতে ছাঁটাইয়ের নোটিস ধরিয়ে দেয়, যা নিয়ে দেশজুড়ে হইচই পড়ে যায়। ছাঁটাইয়ের আতঙ্ক যাতে দেশজুড়ে ছড়িয়ে না পড়ে, এবং প্রবল শ্রমিক অসন্তোষ না দেখা দেয়, সরকার তড়িঘড়ি কোম্পানিকে এ কাজে নিরস্ত করে।

আর্থিক সঙ্কটে ভারতের হিরে প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর প্রভাবে ভারতে অন্তত ৭০ হাজার লোক কাজ হারিয়েছেন। এর মধ্যে ৫০ হাজার জন কাজ করতেন গুজরাটের সুরাটে। বাকি ২০ হাজার মুম্বইয়ে বিভিন্ন সংস্থায় কাজ করতেন। আমেরিকা, ইউরোপ, চিন, জাপান, পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে এইসব পণ্য রফতানি হয়। এবার আমেরিকায় আর্থিক সঙ্কটের কারণে চাহিদা পঞ্চাশ শতাংশ কমে গেছে।

দেশজুড়ে শিল্পসংস্থাগুলিতে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রীকে শিল্পমহলের কাছে অন্তত প্রকাশ্যে আবেদন করতে হচ্ছে, ছাঁটাই করবেন না। প্রধানমন্ত্রীর এই আবেদনে শিল্পমহল একেবারে পেয়ে বসেছে। তাদের মুনাফা অটুট রাখতে কর ছাড়, ভরতুকি বাড়ানো, সুদ কমানো, আমদানি- রফতানিতে ছাড় প্রভৃতি নানা বায়না নিয়ে তারা উপস্থিত হয়েছে সরকারের কাছে। যে শিল্পমহল রাষ্ট্রীয় শিল্পগুলির দখল নিতে বি-রাষ্ট্রীয়করণের পক্ষে এতদিন জোর প্রচার চালাচ্ছিল, তারাই এখন রক্ষা পেতে সরকারের কাছে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের দাবি জানাচ্ছে। না হলে ছাঁটাই হবে বলে হুমকি দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীও শিল্পমহলকে সবরকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী বলেছেন, চলতি সঙ্কট কাটাতে বেসরকারি শিল্পগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়াতে হবে। অর্থাৎ, শিল্পমহলের আস্থা ফেরানোর নাম করে সরকার তাদের আবার এক দফা সরকারি সহায়তা দিতে চলেছে।

রতন টাটা, মুকেশ আম্বানি, কে ভি কামাথ, দীপক পারেখ, সজ্জন জিন্দালদের মতো প্রথম সারির শিল্পপতি ও বণিকসভার প্রতিনিধিদের সঙ্গে অর্থমন্ত্রী, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর, যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান প্রভৃতি উচ্চ পর্যায়ের মন্ত্রী-অফিসারদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বৈঠক করেছেন। শিল্পমহলের দাবিদাওয়া দ্রুত খতিয়ে দেখার জন্য উচ্চ পর্যায়ের সেল গঠন করে দিয়েছেন। সরকার একদিকে যেমন ব্যাঙ্কগুলির জন্য রেপো রেট বা সি আর আর কমিয়ে বাজারে প্রায় আড়াই লক্ষ কোটি টাকার জোগান বাড়িয়েছে, তেমনই কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী কমল নাথ সঙ্কট মেটাতে ইতিমধ্যেই ২৫ হাজার কোটি টাকার সরকারি ফান্ড ঘোষণা করে দিয়েছেন। শিল্পমহলের দাবি ছিল, বেসরকারি ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। সরকার যেমন এই টাকা পরিকাঠামো নির্মাণে, অর্থাৎ শিল্পমহলের জন্য সড়ক, বিদ্যুৎ ইত্যাদি নির্মাণে ব্যয় করার কথা ঘোষণা করেছে, তেমনই বেসরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ) ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ সরকারি ব্যয়ে তথা জনসাধারণের টাকায় সরকার শিল্পের পরিকাঠামো গড়ে দেবে, আর বেসরকারি সংস্থাগুলি শুধু সেখান থেকে মুনাফা করবে। ইতিমধ্যেই ইস্পাত এবং সিমেন্ট শিল্পে সরকার উৎপাদন কর সহ নানাবিধ ছাড় ঘোষণা করেছে।

একইভাবে তেলের দাম যেখানে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যারেল পিছু ১৪৭ ডলার থেকে কমে ৪৩ ডলারে পৌঁছেছে, সেখানে সরকার দেশীয় বাজারে তেলের দাম না কমিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তেল কোম্পানিগুলিকে বিপুল পরিমাণ মুনাফা করার সুযোগ করে দিল। প্রবল জনমতের চাপে পড়ে শেষপর্যন্ত তেলের দাম যা কমিয়েছে, তা নামমাত্র। অথচ তেলের দাম কমিয়ে সরকার অনায়াসে সাধারণ মানুষকে মূল্যবৃদ্ধি, ভাড়াবৃদ্ধি, জ্বালানির খরচ বৃদ্ধি থেকে কিছুটা রেহাই দিতে পারত, কিন্তু সরকার সে পথে আদৌ গেল না। এ থেকেই কি স্পষ্ট হয়ে যায় না যে, সরকার মুখে যতই জনস্বার্থের কথা বলুক, আসলে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থই শেষপর্যন্ত রক্ষা করে চলেছে?

স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন আজ ব্যাপকভাবে উঠছে যে, এই মহামন্দার জন্য দায়ী কে? কেন সাধারণ মানুষের করের টাকা সরকার শিল্পপতিদের এভাবে উপঢৌকন দেবে? গত কয়েক বছরে বিপুল পরিমাণ মুনাফা করেছে ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী। তথাকথিত উদারনীতি তো তাদের জন্যই উদার ছিল, যার সুফল তারা পুরোপুরি উসুল করেছে। সেদিন তো শ্রমিক-কর্মচারী তথা দেশের মানুষের প্রতি তাদের কোনও উদারতা দেখা যায়নি। বরং মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির এই মুনাফাবৃদ্ধিকেই 'জাতীয় উন্নয়ন', 'দেশের উন্নতি' প্রভৃতি গালভরা বিশেষণ দিয়ে দেশের মানুষকে ভোলাতে চেয়েছে। তা হলে আজ এই মন্দার দায় শ্রমিক-কর্মচারী-সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপানো হবে কেন? কেন মানুষকে লুঠ করে যে আকাশছোঁয়া মুনাফা তারা করেছে তার কিছুটা অংশ দিয়ে আজকের এই মন্দার সামাল দেবে না মালিকরা? মানুষ অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মারা গেলে, অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকলে, বেকারির জ্বালা সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে গেলে, সপরিবারে আত্মহত্যা করলে যে সরকার ফিরেও তাকায় না, অর্থাভাবের অজুহাত দেয়, সেই সরকারই শিল্পপতিদের লোকসানের আশঙ্কাতেই বিরাট অর্থভাণ্ডার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মন্দার হাত থেকে রেহাই দিতে যে সরকারের চোখের জলের অভাব হয় না, মূল্যবৃদ্ধির ভারে ন্যুব্জ জনসাধারণ, ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের জন্য দু'ফোঁটা জলও তাদের চোখ দিয়ে পড়ে না কেন?

একদিন সরকারি নেতা-মন্ত্রীরা, আর বুর্জোয়া অর্থনীতির ভাড়াটে ভাষ্যকাররা বলেছিল, বিশ্বায়নী অর্থনীতির সঙ্গে ভারত নিজেকে যুক্ত করতে পারলে সমগ্র বিশ্ব থেকেই সুফল কুড়িয়ে আনতে পারবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংকটমোচনের দাওয়াই হিসাবে বিশ্বায়নের টোটকা প্রয়োগের কথা বলেছিল এবং তার সপক্ষে সরকার এবং পুঁজিমালিকরা দেশজুড়ে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিল। দেড় দশকের মধ্যেই দেখা গেল, সে টোটকা কোনও কাজেই আসেনি, বিশ্বজোড়া মহামন্দার ধাক্কায় বিশ্বায়নী অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। বিশ্বায়নের সুফল যদি কিছু থেকে থাকে, তবে সেটুকু লুঠ করেছে দেশের পুঁজিপতি শ্রেণী। আর কুফলের বিরাট বোঝা মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, ছাঁটাই, অনাহার, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে

পাঁচের পাতায় দেখুন

চটকলগুলিতে সংগ্রাম কমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলুন

ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রতি এস ইউ সি আই-এর আবেদন

১ ডিসেম্বর থেকে ১৭টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে আপনারা ন্যায়সঙ্গত দাবিতে যে ধর্মঘট শুরু করেছেন, তাকে আমরা মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় পরিচালিত ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাচ্ছি। রাজ্যের অন্যান্য শ্রমিক-কর্মচারী, গ্রামাঞ্চলের খেতমজুর, গরিব চাষি, ছাত্র-যুবক, মধ্যবিত্ত সহ সমস্ত জনসাধারণকে এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসার আহ্বানও জানাচ্ছি।

আপনাদের প্রতিটি দাবি শুধু ন্যায়সঙ্গতই নয়, আইনসঙ্গতও বটে। আপনারা জানেন যে, আমাদের দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি শোষকশ্রেণী অর্থাৎ দেশীয় পুঁজিপতি ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে পরিচালিত হয়। এ দেশের সংবিধান এবং আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের হাড়-মাংস-রক্ত সবকিছু নিষ্ঠুরভাবে শুষে নিয়ে মালিকরা মুনাফা করে থাকে। কয়লা পুড়িয়ে মেশিন চলে, কয়লা ছাই হয়ে যায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কলে-কারখানায়-মিলে-মেশিনে শ্রমিকদের দেহকে এই কয়লার মতোই পোড়ানো হয়। তাদের জীবনও ঐ ছাইয়ের মতোই হয়ে দাঁড়ায়। গরিবদের এবং শ্রমিকদের শোষণ করাটাই মালিকদের আইনসঙ্গত অধিকার। আপনাদের জুটমিলের ম্যানেজারদের মতো কেন্দ্রীয় সরকার, এ রাজ্যের রাজ্য সরকার ও অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলিও মালিকদেরই পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে কাজ করে থাকে। এর আগে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যা কিছু সামান্য অধিকার আদায় করা গেছে এবং আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, আজ সেই আইনকেও মালিকরা লঙ্ঘন করছে। অথচ 'আইন শৃঙ্খলার রক্ষক' বলে দাবিদার সরকার মালিকদের এই বেআইনি কাজকেই সমর্থন করছে। এ রাজ্যে সিপিএম সরকার চটকল মালিকদের পক্ষেই দালালি করছে। শ্রমিকরা যদি ন্যায্য দাবিতে ওদের সৃষ্ট আইন অমান্য করে, তখন কিন্তু ওরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে লাঠি-গুলি-টিয়ারগ্যাস নিয়ে শ্রমিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, রক্তস্রোত বইয়ে দেয়। এটা প্রমাণ করছে, এ রাজ্যের সিপিএম সরকার, কেন্দ্র ও অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলির ন্যায় মালিকদের স্বার্থে ও প্রয়োজনে এমনকী বেআইনি কাজকেও নির্লজ্জভাবে সমর্থন করে। একটা সরকার শ্রমিকদের আইনসঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে দিচ্ছে শুধু নয়, অভুক্ত-অর্ধভুক্ত শ্রমিকদের প্রাপ্য কোটি কোটি টাকা মালিকদের আত্মসাৎ করতেও দিচ্ছে। ফলে এরা বামপন্থা ও শ্রমিকদের রক্তে রঞ্জিত লাল ঝাণ্ডাকেও অসম্মানিত করছে। মালিকদের স্বার্থ ও ইচ্ছাই হল এদের আইন। তাই অতি দুঃখে গরিব মানুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'এ দুনিয়ায় যার টাকা আছে, তার জন্য থানা-পুলিশ, আইন-আদালত সবই আছে। গরিবের জন্য কিছুই নেই।'

আজ গোটা পুঁজিবাদী বিশ্বে কোটি কোটি শ্রমিক ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। এর উপর রয়েছে কোটি কোটি বেকার। এ জন্যই আমাদের স্লোগান হল, এদেশের এবং বিশ্বের সমস্ত শোষিত শ্রমিকদের ঐক্য চাই। কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে শ্রমিকদের এগিয়ে আসা দরকার। আবার শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে গরিব কৃষক-খেতমজুরদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। আপনাদের মনে রাখতে হবে, যতদিন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থাকবে, শোষণ-অত্যাচার শুধু চলবে তাই নয়, আরও বাড়তেই থাকবে। সে জন্যই আপনাদের আন্দোলনের আশু লক্ষ্য থাকবে আজকের দাবিগুলি আদায় করা; কিন্তু মূল লক্ষ্য হিসাবে রাখতে হবে কত দ্রুত রাজনৈতিকভাবে সচেতন, সংঘবদ্ধ ও উন্নত চরিত্রে বলীয়ান শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে শোষণহীন সমাজ কায়েম করা যায়। আপনাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, কোনও লড়াইয়ে জয়যুক্ত হতে গেলে অনেক কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, বুকের রক্ত ঢালতে হয়। সম্প্রতি নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরের শিক্ষাবঞ্চিত গ্রাম্য গরিব নারী- পুরুষ বর্ষব্যাপী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে বহু মানুষের প্রাণের বিনিময়ে ঐতিহাসিক বিজয়লাভ করেছে। এই লড়াইগুলিতে গরিব ঘরের মা-বোনেরাও যেভাবে পুরুষের পাশাপাশি লড়েছেন, সেটা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁরা অনেকে শুধু গুলিতে প্রাণ হারিয়ে শহীদ ও আহত হয়েছেন তাই নয়, অনেকে সিপিএম ক্রিমি-নালদের দ্বারা ধর্ষিতাও হয়েছেন। কিন্তু লড়াই থামাননি। আপনাদের ঘরের মা-বোনেদেরও আপনাদের লড়াইয়ে সামিল করাতে হবে। একদিন শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণী লড়াইয়ে এগিয়ে ছিলেন। গ্রামের গরিব মানুষ শুধু দুঃখ-ব্যথায় কপাল ঠুকতো, আজ কিন্তু গ্রামের গরিব মানুষরাই আন্দোলন গড়ে তুলছে। লালগড়ের সবচেয়ে পিছিয়ে-পড়া আদিবাসী গরিব মানুষেরা যে সংগ্রামের আগুন জ্বালিয়েছে এবং যে অগ্নিশিখা ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছে — তাতে এমনকী রাজ্য সরকারও ভয়ে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পাচ্ছে না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগঠিত সংগ্রামের কী শক্তি!

সিঙ্গুর - নন্দীগ্রাম - লালগড়ের আন্দোলন কোনও বিশেষ নেতা, কোনও বিশেষ সংগঠন গড়ে তোলেনি — জনগণই তা গড়ে তুলেছে। এখানকার মানুষ কোনও দল, নেতা বা সংগঠনকে অন্ধের মতো মেনে নেয়নি। জনসাধারণ গ্রামে গ্রামে সংগ্রাম কমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলেছে, নিজেরাই আন্দোলন চালিয়ে গেছে বা যাচ্ছে। নেতাদের পরামর্শও বিচার করে গ্রহণ করছে। আপনাদেরও প্রতিটি জুটমিলে সংগ্রাম কমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। কোনও সংগঠন বা ইউনিয়ন নেতাকে, আমাদেরকেও অন্ধের মতো মেনে নেবেন না। সিপিএম-এর শ্রমিক সংগঠন সি আই টি ইউ প্রথমে ধর্মঘটের পক্ষে রায় দিলেও পরে মালিকদের পক্ষে চলে গেল। আন্দোলন চলাকালীন আবার যাতে এ ধরনের বেইমানি কেউ করতে না পারে, সে ব্যাপারে আপনাদের সতর্ক থাকতে হবে। লড়াইয়ের ময়দানে নেতাদেরও যাচাই করে নেবেন। যথার্থ সংগ্রামী এবং সঠিক নেতৃত্বে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এই লড়াইয়ের হাতিয়ার হল শ্রমিক কমিটিগুলি এবং ভলান্টিয়ার বাহিনী। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ চটকল শ্রমিকদের এই সংগ্রামে সামিল হবেন, আশা রাখি। সি আই টি ইউ তথা বি সি এম ইউ-র সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের কাছে আমাদের আবেদন, আপনাদের নেতৃত্ব যাই সিদ্ধান্ত নিক না কেন, আপনারাও এই ধর্মঘটে সামিল হবেন। কেন না লড়াই-সংগ্রাম ছাড়া শ্রমিকদের বাঁচার অন্য কোনও পথ নেই। আমাদের দল এস ইউ সি আই আপনাদের এই লড়াইকে সমর্থন ও সাহায্য করে যাবে। আশা করি এই লড়াইয়ে আপনারা জয়যুক্ত হবেন।

ধর্মঘটী চটশ্রমিকদের অভিনন্দন জানাল এ আই ইউ টি ইউ সি

অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ১ ডিসেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন ঃ

''আমাদের ইউনিয়ন বেঙ্গল জুট মিলস্ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন সহ আরও ১৬টি ইউনিয়নের ডাকে ১৭ দফা আইনসঙ্গত ও ন্যায্য দাবিতে আজ সকাল থেকে রাজ্যের আড়াই লাখ চটশ্রমিক লাগাতার ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। কোনও কোনও মিলে সিটু-র ধর্মঘট ভাঙার চক্রান্ত রুখে দিয়ে আজ চটকল ধর্মঘট সর্বাত্মক ও পুরোপুরি সফল। প্রসঙ্গত সিটু এই ধর্মঘট সমর্থন করছে না। আমরা ধর্মঘটী চটশ্রমিকদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

রাজ্যে সিপিএম সরকারের মালিকতোষণ নীতির ফলে চটকলগুলিতে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। ২০০৭ সালের চুক্তির পর ডি এ ৫২৫ পয়েন্ট বাড়লেও মালিকরা দিচ্ছে না। ফলে শ্রমিকরা প্রায় হাজার টাকা মাসিক বেতন কম পাচ্ছে।

প্রতিটি চটকলেই হাজার হাজার অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক গ্র্যাচুইটি না পেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছে। গ্র্যাচুইটি আদায় করার দায়িত্ব জেলাশাসকের হলেও কেউই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়নি।

চটকল মালিকরা পিএফ এবং ইএসআই বাবদ ৪০০ কোটি টাকা এবং গ্র্যাচুইটি বাবদ ৩০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে।

তাই (১) বকেয়া সহ শ্রমিকদের ডিএ এবং প্রতি পয়েন্ট ডিএ ১.৯০ টাকার স্থলে ২.৫০ টাকা, (২) সমস্ত শ্রমিকের জন্য পিএফ, ইএসআই এবং পেনশন চালু, (৩) গ্রেড স্কেলের পুনর্বিন্যাস, (৪) ৯ শতাংশ স্থায়ী ও ২০ শতাংশ বিশেষ বদলি, (৫) পিএফ, গ্র্যাচুইটি সহ সমস্ত বকেয়া প্রদান, (৬) ভাউচার ও চুক্তিভিত্তিক কাজের প্রথা বন্ধ, (৭) সমস্ত শ্রমিকের জন্য এমপ্লয়মেন্ট বই, (৮) দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বাতিল, (৯) জেসিআই / সরকারি এজেন্সির মাধ্যমে পাট সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে লাভজনক দামে ক্রয় ও বণ্টন, (১১) এনজেসি-র পুনরুজ্জীবন প্রভৃতি ন্যায়সঙ্গত দাবিতে এই লাগাতার ধর্মঘট।

শত প্ররোচনাতেও বিভ্রান্ত না হয়ে ঐক্য সুদৃঢ় রাখতে এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার জন্য সমস্ত চটশ্রমিকদের আহ্বান জানাচ্ছি — সাথে সাথে সর্বস্তরের শ্রমজীবী জনগণকে চটশ্রমিকদের এই বীরত্বপূর্ণ আন্দোলনকে সাহায্য ও সমর্থন করতে আহ্বান জানাচ্ছি।''

সন্ত্রাসবাদ

একের পাতার পর

চেয়ারে চিদম্বরম বসে যখন বলেন, দেশের গোয়েন্দা তৎপরতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ফাঁকফোকর ছিল, তাতে মানুষ নতুনত্ব কিছু পায়নি। প্রশ্ন যেটা উঠেছে, যে সরকারের মন্ত্রীরা অহরহ বুক বাজিয়ে দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার বজ্রআঁটুনির কথা বলেন, শত শত কোটি টাকা বরাদ্দ করে নতুন নতুন নিরাপত্তা বাহিনী সৃষ্টির কথা ঘোষণা করেন, সেগুলো যথার্থই কতটা জনগণকে নিরাপত্তা দিতে, আর কতটা অন্য কোনও স্বার্থ হাসিল করতে?

মুম্বইয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলা এই প্রথম নয়। ১৯৯২ সালে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা বাবরি মসজিদ ধ্বংসের তিন মাস পরেই '৯৩ সালের ১২ মার্চ মুম্বইয়ে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে ৩১৭ জন নিরীহ মানুষ মারা যায়। ২০০৬ সালে ১১ জুলাই একটি যাত্রীবাহী লোকাল ট্রেনে অনুরূপ বিস্ফোরণে ২০৯ জন মানুষ নিহত হন। এর সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের ঘটনাগুলি যুক্ত করলে পরিস্থিতির ভয়াবহতা স্পষ্ট হয়। বর্তমান ২০০৮ সালেই নভেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতে ১১টি সন্ত্রাসবাদী হামলা ঘটেছে। ১৩ মে রাজস্থানের জয়পুরে ১৫ মিনিটে ৬টি বোমা বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৮০ জন মারা যান। ২৬ জুলাই আমেদাবাদে দু'ঘণ্টার মধ্যে ২০টি বিস্ফোরণে নিহত হয় ৫৭ জন। ২৫ আগস্ট হায়দ্রাবাদে দু'টি বিস্ফোরণে ৪২ জন মারা যান। ১৩ সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লিতে ৫টি বিস্ফোরণে মৃত্যু ২৩ জনের। মাত্র ১৪ দিন পরেই ২৭ সেপ্টেম্বর দিল্লির মেহেরুলি বাজারে বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় ৩ জনের। ২৯ সেপ্টেম্বর গুজরাটের মোদাসায় এবং মহারাষ্ট্রের মালেগাঁওয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। অক্টোবরে আক্রমণ ঘটেছে তিন জায়গায়। ১৪ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের কানপুরে। ২১ অক্টোবর মণিপুরের ইম্ফলে মৃত্যু হয় ১৭ জনের। ৩০ অক্টোবর গৌহাটির ১৮টি জায়গায় বিস্ফোরণে মৃত্যু ৭৭ জনের। এরপরই ঘটল মুম্বইয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলা। এ ধরনের প্রতিটি মর্মান্তিক ঘটনার পরই সরকারের তরফ থেকে প্রথাগত বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে, অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত করে ধরা হবে।' কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

কোথাও সন্ত্রাসবাদী হামলা ঘটলেই তৎক্ষণাৎ মুসলিম সম্প্রদায়কে, মুসলিম মৌলবাদী সংগঠন হিসাবে পরিচিত কাউকে দায়ী করাটা অথবা দায় স্বীকার করে সে ধরনের কোনও সংগঠনের থেকে বিবৃতি প্রকাশিত হওয়াটা এখন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে, যেন দেশের বা বিদেশের কোনও মুসলিম সংগঠন এর সঙ্গে যুক্ত আছে অথবা যে সন্ত্রাসবাদীরা হামলা চালালো তারা মুসলিম ধর্মালম্বী, এ কথা কোনও ভাবে একবার প্রচার করে দিতে পারলেই সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। প্রথমত, এ কথা আজ অন্তত ভারতে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, এ ধরনের ঘৃণ্য সন্ত্রাসবাদী হামলা ও নিরীহ মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য শুধু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাই দায়ী নয়, এ ধরনের ঘটনার পিছনে শুধু মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনগুলিই যুক্ত নয়। এ বছর সেপ্টেম্বর মাসে মহারাষ্ট্রে মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্তে এ কথা প্রকাশ পেয়েছে যে, উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা এর সঙ্গে যুক্ত ছিল, মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনগুলির মতোই এরাও উগ্র হিন্দুত্ববাদী উন্মাদনা সৃষ্টি করে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালায়, এদের অস্ত্রশস্ত্রের ট্রেনিংয়ের সঙ্গে সেনা অফিসাররাও যুক্ত। এই ঘটনায় গ্রেফতারও হয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী প্রজ্ঞা সিং এবং সেনা অফিসার শ্রীকান্ত পুরোহিত ও রমেশ উপাধ্যায়। ওড়িশায় খ্রিস্টান ধর্মযাজক গ্রাহাম স্টেইনস ও তাঁর দুই শিশুপুত্রকে পুড়িয়ে মারার ঘটনার পিছনেও উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের যে হাত ছিল, এ সত্যও ভুলে যাওয়ার নয়। বাস্তবে সন্ত্রাসবাদের কোনও ধর্ম-বর্ণ-জাতি নেই। না হলে পাকিস্তান আজ মুসলিম মৌলবাদীদের সন্ত্রাসবাদী হামলার শিকার হত না। বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া বা এমন আরও বহু দেশ, যেখানে মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানেও সন্ত্রাসবাদী হামলা দেখা যেত না। খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, অন্যান্য ধর্মের মৌলবাদীরাও হয় উগ্র অন্ধতা থেকে, না হয় কোনও সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সন্ত্রাসবাদকে হাতিয়ার করেছে। তা ছাড়া শুধু কি ধর্মীয় মৌলবাদীরাই এ পথে যাচ্ছে? বহু ঘটনায় দেখা যায় নানা রাজনৈতিক এমনকী সামাজিক দাবিপূরণের স্লোগান নিয়েও ব্যক্তিহত্যা ও সন্ত্রাসবাদী হামলা হচ্ছে। বহু দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য, ভৌগলিক অখণ্ডতা ধ্বংস করে কোনও দেশকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নানা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে মদত দিচ্ছে। ফলে কোনও একটা বিশেষ মার্কা দিয়ে সন্ত্রাসবাদকে বিচার করা যায় না, তা করলে এর উৎসকে আমরা ধরতে পারব না।

মুম্বইয়ে হামলার পর এ দেশে অনেকে, আমেরিকার আফগানিস্তান হামলার মতো ভারত থেকে পাকিস্তানে আক্রমণ চালানো হোক, এ রকম একটা দাবি তুলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, পাকিস্তানের ভেতরে যে সব 'সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ শিবির' রয়েছে সেগুলি ভারত ধ্বংস করে দিক।

ছয়ের পাতায় দেখুন

যে দুষ্ট রাজনীতি আপনাদের এই দুর্দশা ঘটাল, তাকে ক্ষমা করবেন না

পিটিটিআই ছাত্রদের সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সমিতির আহ্বানে ২৯ নভেম্বর কলকাতার মেট্রো চ্যানেলে এক সমাবেশে অন্যান্যদের সঙ্গে (দ্রষ্টব্য গত সংখ্যা) কমরেড প্রভাস ঘোষ বক্তব্য রাখেন।

তিনি বলেন, একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে, মুম্বইতে জঙ্গিদের নারকীয় হত্যাকাণ্ডে গোটা দেশ যখন শোকার্ত, বেদনাহত, শিহরিত ও আতঙ্কিত তখন আজকের এই সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথমেই এই নৃশংস জঙ্গি হামলায় নিহতদের পরিজনদের আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে আমি দু-একটি কথা বলতে চাই।

একটা কথা আপনারা মনে রাখবেন, যারা এই আক্রমণ করেছে, তাদের কোনও ধর্ম নেই। সন্ত্রাসবাদের কোনও ধর্ম নেই। এখানে মারা গেছে খ্রিস্টান, ইহুদি, হিন্দু, মুসলমান সকল ধর্মের মানুষ। আক্রমণকারীদের একটাই পরিচয়— তারা মৌলবাদী, সন্ত্রাসবাদী। যে মৌলবাদ অযোধ্যায় ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ ধ্বংস করেছে, এ দেশে বারবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছে, সেই মৌলবাদ- সন্ত্রাসবাদই মুম্বইতে হামলা করল। দেশে দেশে কারা এদের জন্মদাতা? মানবতার শত্রু যে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ দুটো বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছিল, আফগানিস্তান-ইরাকে আক্রমণ চালাচ্ছে, দেশে দেশে ও আমাদের দেশে ধর্ম-জাতি-বর্ণবিদ্বেষের আগুন জ্বালাচ্ছে, সেই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদই এই মৌলবাদ-সন্ত্রাসবাদের জন্মদাতা। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের আঁতুড় ঘরেই এই মৌলবাদ-সন্ত্রাসবাদের জন্ম।

এটাও মনে রাখবেন, এই দেশের যে রাষ্ট্রশক্তি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি, যে কোনও শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন দমনে, যেকোনও গণআন্দোলন দমনে নিষ্ঠুর সশস্ত্র হামলা চালাতে, আন্দোলনকারীদের হতাহত করতে এক মুহূর্ত দেরি করে না, এতটুকু শৈথিল্য দেখায় না, তারা যদি এতটুকু সতর্ক থাকত, সময়মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত, তা হলে মুম্বইতে এই প্রাণহানি হত না। আবার এটাও লক্ষ করুন, সমগ্র দেশ যখন গভীর বেদনায় উদ্বেলিত, তখন কিন্তু সরকারি দলগুলি শকুনির মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে, শবদেহগুলি নিয়ে কে কতটা ভোটে ফয়দা তুলতে পারে! এদের আপনারা চিনে রাখুন।

এবার আপনাদের সমস্যা নিয়ে, পিটিটিআই ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে কয়েকটি কথা বলব। আপনারা রাজ্যের সিপিএম সরকারের এক চরম দুর্নীতির, এক ক্ষমাহীন অপরাধের বলি হয়েছেন। আপনারা তো সকলেই রাজ্য সরকার অনুমোদিত ইনস্টিটিউশনে ট্রেনিং নিয়েছেন। অনেকেই জমিজমা বিক্রি করে,বন্ধক দিয়ে, ধার-দেনা করে ভর্তি হয়েছিলেন শিক্ষকতার চাকরি পাবেন এই আশা নিয়ে। কিন্তু সরকার তো জানত তারা কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী বেআইনি কাজ করছে। তা তারা করল কেন? সিপিএম ও কংগ্রেস নেতারা, মন্ত্রীদের আত্মীয়স্বজন এই বেআইনি ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকা কামাবেন বলে। হয়ত ভেবেছিলেন, কেন্দ্রে তখন কংগ্রেস-সিপিএমের বন্ধুত্ব চলছে, ফলে ম্যানেজ হয়ে যাবে। কিন্তু মাঝখানে ভিন্ন রাজনৈতিক স্বার্থে সাময়িক হলেও তাদের বন্ধুত্বে চিড় ধরেছে, ফলে এখন ফেঁসে গেছে, আর আপনারা সম্পূর্ণ 'ইনোসেন্ট' হয়েও বিপন্ন হয়েছেন। এর জন্য কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারও দায়ী, তারা তো জানত, রাজ্য এই বেআইনি কাজ করছে। তারা আগে থেকে 'পাবলিকলি ওয়ার্নিং' দেয়নি কেন? অন্তত আমাদের চোখে তো পড়েনি। এখন আপনাদের আন্দোলনের চাপে দিল্লিতে কথাবার্তা চলছে, কিছুদিনের মধ্যে হয়ত সমাধানও কিছু হবে। কিন্তু যদি হয়, সেটা আপনাদের দাবির ন্যায্যতা মেনে নয়, হবে দুই দলের ভোটের স্বার্থে। লোকসভা ভোটের বাদ্য বাজছে, আপনাদের এতগুলো পরিবার ও জনগণকে চটালে মুশকিল, তাই হয়তো একটা বোঝাপড়া হবে। দুই দলের নানা 'বারগেনিং' চলছে; আপনাদের ভবিষ্যত নিয়ে রাজনৈতিক দাবাখেলা চলছে। আজ হোক, কাল হোক আপনাদের সমস্যার সুরাহা হয়ত হবে, কিন্তু যে চরম হতাশায়, বেদনায়, লাঞ্ছনায় আপনাদেরই ছয়জন বন্ধু আত্মঘাতী হয়েছেন, তাঁদের কি আর ফিরে পাবেন? যারা এর জন্য দায়ী তাদের কি ক্ষমা করতে পারবেন?

এ রাজ্যে, এ দেশে যখন জনগণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের চোখে বেআইনি অথচ সামাজিক বিচারে ন্যায়সঙ্গত দাবিতে, এমনকী আইনসঙ্গত দাবিতে লড়াই করে, তখন 'আইন শৃঙ্খলা রক্ষা'র নামে সরকার ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্ত ঝরায়, আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দণ্ড দেওয়ায়। অথচ একটা সরকার এতবড় বেআইনি কাজ করল, এমন দুর্নীতি করল, এতগুলো প্রাণ গেল, এর বিচার কে করবে? এর বিচার আপনাদেরই করতে হবে। এদের আপনারা কোনও দিনই ক্ষমা করবেন না।

আপনাদের বুঝতে হবে, যে সমাজব্যবস্থার আপনারা বলি, সেটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কর্ণধারদের, সরকারি নেতাদের আজ কোনও মনুষ্যত্ব, মানবিক মূল্যবোধ নেই। যে রাষ্ট্রব্যবস্থার আপনারা বলি, যে রাজনীতির আপনারা বলি, এই রাজনীতিকে আপনারা ক্ষমা করবেন না। চাকরি হয়তো দু'দিন বাদে পাবেন, এগুলি ভুলে যাবেন না। আপনাদের বিবেকের কাছে এ কথা বলবার জন্যই শুধু আমি এখানে এসেছি। আপনাদের দুঃখের কাহিনী, যা আমার চেয়ে আপনারা বেশি জানেন, এখানে তা বলে সময় নষ্ট করতে আমি আসিনি। আমাদের দেশে কেন্দ্রে ও রাজ্যে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, যাদের একমাত্র লক্ষ্য গদি, ক্ষমতা, আর কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করা— এ সমস্ত দলগুলো এই রাজনীতির পঙ্কে নিমজ্জিত। আবার এরাই কিন্তু যখন নন্দীগ্রামে মানুষ লড়াই করে, সিঙ্গুরে লড়াই করে, তখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে রক্তের গঙ্গা বইয়ে দেয়। নারীর ওপর ধর্ষণ চালায়। তাপসীকে ধর্ষণ করে, খুন করা হয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে। আবার দেখুন চটকলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করছে। শ্রমিকদের আইনসঙ্গতভাবে প্রাপ্য বোনাস, আইনসঙ্গতভাবে প্রাপ্য ডি এ, প্রভিডেন্ট ফান্ড মালিকরা আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু সরকার নিশ্চুপ। সরকার এখানে আইনের পক্ষে দাঁড়ায় না। আর আপনাদের ক্ষেত্রে তো সরকার জেনেশুনেই বেআইনি কাজ করেছে। এরা জনগণের শত্রু। বহুদিন আগে শরৎচন্দ্র একটা কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন এখন রাজা নেই, আছে রাজশক্তি। বলেছিলেন, বণিকবৃত্তিই মুখ্যত রাজনীতি। বণিকদের স্বার্থেই শাসন। শোষণের জন্যই শাসন। আমাদের দেশে যে শাসন চলছে, তা মানুষকে শোষণের জন্যই, এ কথা আপনাদের মনে রাখতে হবে। আপনারা হচ্ছেন এই শাসন-শোষণেরই বলি।

কিছুদিন বাদে আপনার শিক্ষক হবেন। শিক্ষকতাকে একদিন এ দেশে একটা মহৎ কাজ বলেই দেখা হত। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে ইউনিভার্সিটির সেরা ছাত্ররা চাকরি প্রত্যাখ্যান করে গ্রামে চলে যেত শিক্ষকতা করে ছাত্রদের মানুষ করার জন্য। তখন আহ্বান ছিল 'ম্যান মেকিং, ক্যারেকটর বিল্ডিং, লাইফ মেকিং'-এর জন্যই 'এডুকেশন'। একদিন ভিক্ষা করে, চাঁদা তুলে বিদ্যাসাগর মশাই স্কুল-কলেজ স্থাপন করেছিলেন জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। তিনি বলেছিলেন, এ দেশের উদ্ধার হতে অনেক দেরি আছে। পুরাতন প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তিবিশিষ্ট মানুষের চাষ বন্ধ করতে হবে। সাতপুরু জমি উপড়ে ফেলত হবে। তারপর নতুন মানুষের চাষ করতে হবে। সে চাষ মনুষ্যত্বের, সেই চাষ চরিত্রের। আপনাদের ছাত্রদের কাছে আপনারা নিয়ে যাবেন বিদ্যাসাগরকে, বিবেকানন্দকে, রবীন্দ্রনাথকে, শরৎচন্দ্রকে, সুভাষ বোসকে। শিক্ষক হিসাবে আপনারা মানুষ তৈরি করবেন— যারা এদের বিরুদ্ধে লড়বে। আপনাদের মধ্য থেকে আপনাদের ছাত্রদের মধ্য থেকে আসুক লক্ষ লক্ষ ক্ষুদিরাম, যারা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়বে। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চরিত্রই শক্তি। কাপুরুষতা, ভীরুতাই মৃত্যু। এটা ভুলে যাবেন না। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলেছেন — মিথ্যা এবং অন্যায়ের সঙ্গে আপস করা নিকৃষ্টতম অপরাধ। আমার শিক্ষক মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ বলেছেন, ব্যক্তি হিসাবে যদি যে কোনও প্রশ্নে অন্যায়ের প্রতিবাদ না করতে পার, তাহলে তুমি মানুষ নামেরই যোগ্য নও। এই মন্ত্র নিয়ে আমরা লড়ছি। ফলে আমি আপনাদের বলব, আপনারা আগামী দিনে শিক্ষক হবেন। আপনাদের দাবি কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন, আপনাদের যে ছ'জন বন্ধু ইতিমধ্যেই প্রাণ হারাল, আত্মঘাতী হল, তাদের এই হত্যার জন্য যারা দায়ী, তাদের আপনারা কোনও দিন ক্ষমা করবেন না। আপনাদের ছাত্রদেরকেও সেইভাবে আপনারা তৈরি করবেন। এ কথা বলেই সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখানেই শেষ করলাম।

ক্ষতির বোঝা শ্রমিকরা বইবে কেন

তিনের পাতার পর

দেশের একশো কোটি শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষ।

পুঁজিবাদী এই মন্দা এত গভীর যে এর হাত থেকে রেহাই-এর কোনও রাস্তাই দেখাতে পারছে না পুঁজিপতিশ্রেণী। পুঁজিবাদী রাঘব বোয়ালেরা সমাধানের আশায় মহাবৈঠকে বসেছিলেন ওয়াশিংটনে। জি-২০'র সেই বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। সমাধানের কোনও নতুন রাস্তাই সেখান থেকে মেলেনি। মুক্তবাজার অর্থনীতির হাত ধরেই মন্দা কাটানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে সেখানে। ১৯২৯ সালে মহামন্দার হাত থেকে রেহাই পেতে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদ কেইন্‌স্ রাজস্ব খাতে সরকারি ব্যয় বাড়িয়ে বাজারে চাহিদা বাড়ানোর যে রাস্তা বাতলেছিলেন, পুঁজিপতিরা আজ আবার সেই রাস্তাতেই হাঁটতে চাইছে। বাস্তবে শোষণকে অটুট রেখে, মানুষের নিঃস্ব হওয়ার রাস্তা বন্ধ না করে কেইনসের এই তত্ত্বে যে পুঁজিবাদের অনিবার্য সংকট থেকে সত্যিই রেহাই মিলবে না, তার প্রমাণ এই মহাসংকট। যে পুঁজিবাদী অর্থনীতিই এই মহাসংকটের কারণ, তার মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে পুঁজিপতিশ্রেণী এবং তাদের ভাড়াটে তাত্ত্বিকরা। তার মধ্যেই সমাধান খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

বাস্তবে পুঁজিবাদকে অটুট রেখে এই সংকটের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোনও উপায় নেই। যত দিন যাচ্ছে ততই সংকট তীব্রতর হচ্ছে। কারণ এই সংকটের উৎসটি রয়েছে শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই। পুঁজিপতিশ্রেণীর নির্মম শোষণে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ন্যূনতম ক্রয়ক্ষমতাও হারিয়ে ক্রমাগত নিঃস্বে পরিণত হচ্ছে। দেশজুড়ে বেড়ে চলেছে ধনী-দরিদ্রের ফারাক। ফলে বাজারে যথেষ্ট সংখ্যক ক্রেতা নেই, উৎপাদিত পণ্য বিক্রি হচ্ছে না; সৃষ্টি হচ্ছে চাহিদার সংকট, তথা বাজার সংকট। অথচ সমাধান খুঁজতে গিয়ে এই মূল কারণটিকেই এড়িয়ে যাচ্ছে পুঁজিপতিশ্রেণী। আসলে এই সমস্যা সমাধানের উপায় তাদের হাতে নেই। সত্যিই সমাধান করতে হলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটিকেই উচ্ছেদ করতে হয়। পুঁজিপতিশ্রেণী নিজেই কখনও তা করতে পারে না। সে কাজ করতে হবে শ্রমিক-কৃষক সহ দেশের শোষিত জনগণকে। তা সম্ভব একমাত্র পুঁজিবাদী এই সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে সমাজতন্ত্র কায়েমের মধ্য দিয়ে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তিরিশের দশকের মহামন্দায় যখন গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়া থরথর করে কাঁপছিল, মূল্যবৃদ্ধি-বেকারি-ছাঁটাইয়ে ইউরোপ-আমেরিকা জুড়ে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছিল, তখন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে তা স্পর্শও করতে পারেনি। কৃষি ও শিল্পে মহানির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯২৬ সালে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিল মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন, তা চার বছরের মধ্যেই শেষ করে ফেলেছিল সোভিয়েতের জনগণ। অর্থাৎ গোটা বিশ্ব যখন উৎপাদন সংকট, আর বাজার সংকটে ধুঁকছে, সোভিয়েতে তখন উৎপাদনের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। এ সম্ভব হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার জন্যই। পুঁজিবাদ দেশের সমগ্র জনগণকে শোষণ করে, সমস্ত মানুষের পরিশ্রমের ফসলকে লুঠ করে মুষ্টিমেয় পুঁজিমালিকের ভাণ্ডারে এনে জড়ো করে। সমাজতন্ত্রে উৎপাদন হয় সকল মানুষের প্রয়োজনকে সামনে রেখে, মুনাফার উদ্দেশ্যে নয়। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের সমস্ত ফলটাই আবার জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ফলে সেখানে বাজার সংকট থাকে না। বিকাশের এই পথেই সোভিয়েত ইউনিয়ন অত্যন্ত পশ্চাৎপদ একটি দেশ থেকে অতি দ্রুত, মাত্র দেড় দশকের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হয়েছিল — যেখানে বেকারি ছিল না, দারিদ্র ছিল না, অশিক্ষা ছিল না।

মন্দার বর্তমান প্রেক্ষিতে সমাধান হিসাবে যে সরকার আবার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের রাস্তায় ফিরে যাচ্ছে, তাকেই কেউ কেউ সমাজতন্ত্র হিসাবে প্রচার করতে চাইছে; অনেক পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদের গলা থেকেও সমাজতন্ত্রের কথা উচ্চারিত হচ্ছে। বাস্তবে সরকারের এই পদক্ষেপের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁরা যা বলছেন, তা আসলে পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রিত সংস্কারের কথা, সরকারি নিয়ন্ত্রণের কথা। এই নিয়ন্ত্রণের কথাই আজ মনমোহন সিং-জর্জ বুশরাও বলছেন। একইভাবে সিপিএমও যে 'বিকল্প অর্থনীতি'র কথা বলছে, তা-ও এই নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিরই রকমফের মাত্র— যার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। আজ যখন গোটা বিশ্বজুড়ে এমনকী পুঁজিবাদী মহলেও এ কথা আর চেপে রাখা যাচ্ছে না যে, এই সংকটের মূল রয়েছে শোষণমূলক পুঁজিবাদী এই সমাজব্যবস্থার মধ্যেই এবং শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাজতন্ত্রের চিন্তা নতুন করে ধাক্কা দিচ্ছে, মার্কসবাদকে জানা-বোঝার আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে, তখন তাকে বিভ্রান্ত করতেই পুঁজিপতিশ্রেণী সমাজতন্ত্রের কথা বেশি করে উচ্চারণ করছে। এভাবেই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণকে একদিন কংগ্রেস এবং বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমগুলি সমাজতন্ত্রের দিকে পদক্ষেপ বলে ঘোষণা করেছিল, যা আসলে পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থকেই রক্ষা করেছিল। আজও এই মেকি সমাজতন্ত্রবাদীদের থেকে দেশের শোষিত মানুষকে সাবধান থাকতে হবে। লড়াই গড়ে তুলতে হবে পুঁজিবাদের অবসান ঘটিয়ে সত্যিকারের সমাজতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্যকে সামনে রেখে।

শালবনিতে জিন্দালদের কারখানায় ‘সেজ’ আইনের দমন-পীড়নই চলবে

‘কারখানা হলে শালবনির চেহারা পাল্টে যাবে। কারখানায় ১২ হাজার ও বাইরে আরও ১২ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। বেকার যুবকরা মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ পাবেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো পরিকাঠামোও হবে এখানে।’ পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে জিন্দাল গোষ্ঠীর ইস্পাত প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে এ কথাই শোনা গেল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। জিন্দাল ইস্পাত প্রকল্পের নির্মাণসংস্থা জে এস ডব্লিউ বেঙ্গল স্টিল লিমিটেডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এই প্রকল্প ‘পশ্চিমবঙ্গের নতুন শিল্প রেঁনেসাঁয় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ’। ‘রেঁনেসাঁ’ বা নবজাগরণ শব্দটিকে জিন্দাল যেভাবে ব্যবহার করলেন, শাসক সিপিএম তাতে ভয়ানক খুশি হয়েছে সন্দেহ নেই। হাজার হাজার বন্ধ কারখানা, অভুক্ত, অনাহারী শ্রমিকের মিছিল, ছাঁটাই শ্রমিকের আত্মহত্যার মাঝে দাঁড়িয়ে যে শিল্পপতি শিল্পের নবজাগরণ দেখতে পান তাকে বাহবা দিতেই হয়। জিন্দাল গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান সজ্জন জিন্দাল আরও বলেছেন, ‘জোর করে কৃষকদের থেকে জমি নেওয়া ঠিক নয়।’ ‘জমির জন্য মূল্য দেওয়া ছাড়াও কোম্পানি প্রত্যেক জমিদাতা পরিবারের অন্তত একজনকে ইস্পাত প্রকল্পে স্থায়ী চাকরি দেবে। এ ছাড়া বিশাল সংখ্যক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রসার,. প্লান্টের আশেপাশের মানুষের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে।’

মুখ্যমন্ত্রী ও জিন্দাল গ্রুপের চেয়ারম্যানের বক্তব্য শুনে মনে হতে পারে, শালবনিতে ইস্পাত প্রকল্প হলে রাজ্যে উন্নয়নের দিগন্ত খুলে যাবে। ঘরে ঘরে চাকরি হবে, কর্মসংস্থানের জোয়ার বইবে, মানুষের জীবনে দুঃখদুর্দশা থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু লোক ভোলানো কথা ছাড়া আসল কথা বলা হয়নি। ইস্পাত প্রকল্পের জন্য ৪৮০০ একর জমি নিয়ে তারা যে ‘সেজ’ গঠনের পরিকল্পনা করেছে, তা না মুখ্যমন্ত্রী, না সজ্জন জিন্দাল কেউই খোলসা করে বলেননি। হঠাৎ জানা যায় যে, এই ইস্পাত প্রকল্পের অঞ্চলকে ‘সেজ’ হিসাবে ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুপারিশে। জিন্দাল ও মুখ্যমন্ত্রী এ কথা আগে ঘোষণা করেননি কেন? আসলে তাঁরা তা গোপন করতেই চেয়েছেন। এই গোপনীয়তার মধ্যেই রয়েছে তাঁদের আসল উদ্দেশ্য।

শালবনি ইস্পাত কারখানাকে এস ই জেড ঘোষণা করার বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই সহ নানা মহল থেকে প্রতিবাদ ওঠায় সম্প্রতি সজ্জন জিন্দাল জানিয়েছেন, যেহেতু এস ই জেড হলে কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় নানা আকরিক বিদেশ থেকে আমদানি করার ক্ষেত্রে তাঁরা করছাড় পাবেন, তাই কারখানাটিকে তাঁরা এস ই জেড হিসাবে গড়ে তুলছেন। জিন্দালের কথা থেকে মনে হবে, যেন এই ছাড়পত্র পাওয়াই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। তীব্র শ্রমিক শোষণ সহ আরও যে সব ভয়ঙ্কর নিয়ম-কানুনের জন্য এস ই জেডকে স্পেশাল এক্সপ্লয়টেশন জোন বলা হয়, সে সবের সুযোগ যেন তাঁরা নেবেন না।

বাস্তবে এস ই জেড কী এবং সেজ আইন কী ভয়ানক, তা জানলেই শোষণের গভীরতা বোঝা যাবে। এস ই জেড হল একটা নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক বা শিল্প অঞ্চল, যেখানে ব্যবসার নিয়মকানুন দেশের অন্যান্য অংশের থেকে একেবারে আলাদা। আট ঘণ্টার শ্রমআইন এখানে অচল। এ হল পুঁজির অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। এখানকার নিয়মকানুন-প্রশাসন-বিচারব্যবস্থা সবই আলাদা। সেই নিয়মকানুন যে মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার্থে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ‘বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন ২০০৫’-এ বলা হয়েছে ‘রপ্তানির বৃদ্ধি ঘটাবার জন্যই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হচ্ছে’। সেজ হলে রপ্তানি কতটা বৃদ্ধি পাবে বা বিদেশি মুদ্রা কী পরিমাণে আসবে তা ভবিষ্যতের বিষয়। কিন্তু সেজ গড়ে তুলে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট সংস্থা শুধু করছাড় পেতে নয়, লাগামহীন ও বাধাহীন শ্রমিক শোষণের রাজত্ব কায়েম করতে চায়। এ রাজ্যের সিপিএম সরকার তারই সহায়তা করছে।

সেজ পরিচালনা করবে সেজ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, যা গড়ে তুলবে জিন্দালরাই। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ সেখানে থাকবে না। সেজ এলাকার জন্য জমি এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা সরকার করবে, এই অঞ্চলের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাও ডেভেলপমেন্ট অথরিটির হাতে থাকবে।

সেজের জন্য প্রচুর পরিমাণ জমির প্রয়োজন। সেজন্য জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন ভঙ্গ করেই সিপিএম সরকার এই বিপুল পরিমাণ জমি জিন্দালদের হাতে তুলে দিয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই এই বিপুল পরিমাণ জমি আধুনিক এই কারখানা তৈরির জন্য লাগবে না। মোট জমির ২৫-৩০ শতাংশে আবাসন-হোটেল ইত্যাদির ব্যবসা করতে পারবে সেজের মালিক। অন্য অংশে কোনও ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প বা সহযোগী শিল্প গড়ে তুলে কিছু লোকের সাময়িক কর্মসংস্থান করবে। রিয়েল এস্টেটের ব্যবসাটাও এখানে সমান গুরুত্বপূর্ণ। এখানে তারা টাউনশিপ গড়ে তুলবে, সেখানে বসবাসকারী অধিবাসীদের উপর সেজ আইনের মধ্য দিয়ে সার্ভিস ট্যাক্স বসানো হবে। বিদ্যুৎ, জলসরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার রাখা, রাস্তাঘাট জঞ্জালমুক্ত রাখার জন্য ট্যাক্স বসানো হবে। কোটি কোটি টাকা আয় হবে এর মধ্য দিয়ে।

কর্মসংস্থানের প্রশ্নে যত জোরালো প্রচার জিন্দাল গোষ্ঠী করুক, সেজ অঞ্চলে ইস্পাত সহ যে কোনও ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পই হবে পুঁজিপ্রধান, শ্রমনিবিড় নয়। ফলে আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ কিছু মানুষের কর্মসংস্থান সেখানে হবে। তাছাড়া ইস্পাত শিল্পে এমনিতেই ব্যাপক মন্দা চলছে। ফলে আদৌ সেখানে কবে উৎপাদন হবে, তা বোধহয় কেউই জানে না। ফলে জমি নেওয়া প্রতিটি পরিবারের একজনকে চাকরি দেবার যে প্রতিশ্রুতি জিন্দালরা দিয়েছে, তার ভবিষ্যত অনিশ্চিত।

অতীতেও শিল্প-কলকারখানা গড়ে তুলতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট শিল্পপতিরা বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। হলদিয়া পেট্রোকেমিকেল গড়ে তোলার সময় রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিল, হাজার-হাজার যুবকের কর্মসংস্থান হবে, সেখানে কাজ হয়েছে মাত্র ৭০০ জনের। অন্তাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জমি অধিগ্রহণের সময় রাজ্য সরকার ও ডিভিসি কর্তৃপক্ষ জমিহারাদের চাকরির আশ্বাস দিয়েছিল। এখনও তারা কিছু পায়নি। ডানকুনিতে ডি এল এফ-এর প্রকল্পে সরকার চাষিদের জমির যে নামমাত্র দাম দিয়েছে,তাকে কি আদৌ ন্যায্য বলা যায়? আর সেজ অঞ্চলে চূড়ান্ত শোষণের মাধ্যমে মালিকের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য বজায় রেখে কীভাবে কর্মসংস্থান সম্ভব হবে জমিহারাদের?

শ্রমিকদের যত বেশি খাটিয়ে নিংড়ে নেওয়া হোক না কেন, সেজ অঞ্চলে তাদের প্রাপ্য ন্যায্য মাইনে বা অন্যান্য আর্থিক সুযোগসুবিধা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত করা হয়। কোনও অধিকার থাকে না প্রতিবাদ করার। আর্ন্তজাতিক শ্রম আইন না মেনে অতিরিক্ত খাটিয়ে নিলেও এখানকার শ্রমিকরা কোনও আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে না। তাহলেই মালিকের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার অপরাধে এককথায় ছাঁটাই করা হবে। ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার থাকবে না এখানকার শ্রমিকদের। এককথায় যাদের খাটনির মাধ্যমে পুঁজির পাহাড় গড়বে মালিকেরা, তাদের সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার থাকবে না।

এ ধরনের অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের জন্য রাজ্য সরকার এত উৎসাহী কেন? তারা শ্রমিক, মেহনতি মানুষের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুৎ পাওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত না করতে পারলেও পুঁজিপতিদের জন্য বিনা পয়সায় জমি, বিদ্যুৎ দিচ্ছে সেজ গঠনের জন্য। এমনকী বিপুল পরিমাণ কর ছাড়ও দিচ্ছে। পুঁজিপতিদের লেজ ধরে ক্ষমতায় টিকে থাকা ছাড়া সরকারের আর কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে কি? এখানে কৃষিজাত পণ্য, প্রক্রিয়াজাত খাবার, যে কোনও প্রক্রিয়াজাত জিনিস, কফি, চা, চিনি, পাট, নুন, মশলা,সামুদ্রিক পণ্য,ঔষধপত্র, কয়লা, তেল, তামাক-এ ধরনের আরও বহু পণ্য করমুক্ত অবস্থায় থাকবে। প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মনে করলে একটি সেজ,বা সমস্ত সেজকে কেন্দ্রীয় কোনও আইন বা বিধিনিয়ম থেকে মুক্ত করে দিতে পারে। সমস্ত ক্ষেত্রেই কী বিশাল ছাড় দেওয়া হবে, তা বোঝা যায় পরিসংখ্যান দেখলেই।

সেজ বা শুধুই ইস্পাত প্রকল্প হলে সাধারণ মানুষের সুবিধা আসবে কতটা? ইস্পাত শিল্পের বাজার মন্দা দেখে জিন্দালগোষ্ঠী ইস্পাত কারখানার শিলান্যাস যথাসময়ে করলেও তা নির্মাণ করতে চাইছে না। জমি নেওয়ার পর শুরুতেই ইস্পাত শিল্প না করে বাজারে চাহিদা আছে এমন পণ্যের কারখানা করার উদ্যোগ নিচ্ছে তারা। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ও দেশের বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলে লক্ষ লক্ষ লোকের চাকরি দেবার ছলনা কি শুরুতেই ধাক্কা খেল না?

বাস্তবে মুখ্যমন্ত্রী বা জিন্দাল বেকার যুবকদের বা আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের যত স্বপ্নই দেখান, তা যে অধরাই থাকবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদই সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর

চারের পাতার পর

পাকিস্তান সরকার বা পাকিস্তানের ভূখণ্ড মুম্বইয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার পিছনে কীভাবে কতটা যুক্ত, সে সম্পর্কে যথার্থ তদন্তের ভিত্তিতে সত্য অবশ্যই উদঘাটিত হওয়া দরকার, কিন্তু সন্দেহ, সংশয় বা এমনকী প্রমাণের ভিত্তিতে অপর দেশে ‘সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিতে’ হামলা চালালেই যদি সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করা যেত, তা হলে আফগানিস্তানে এতদিনে সন্ত্রাসবাদীদের কবর হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি। বরং তালিবান গোষ্ঠী আবার মাথা তুলছে বলেই খবর, যদিও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আফগানিস্তনে হামলা চালিয়েছিল সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করার জন্য নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী হীনস্বার্থে। কারণ এ কথা সকলেই জানে, আফগানিস্তানের বামপন্থী সরকারকে উৎখাত করার জন্য এই তালিবান গোষ্ঠীর মদতদাতা ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাই।

সন্ত্রাসবাদ অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নিন্দনীয়, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কোনও ক্ষেত্রেই সমস্যা সমাধানের বা ন্যায় বিচার পাওয়ার পথ এটা হতে পারে না, সব ক্ষেত্রেই পথ হিসাবে এটা ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং হচ্ছেও তাই। কিন্তু আধুনিক সন্ত্রাসবাদের উৎস সন্ধান করতে গেলে প্রথমেই যেটা ভাবায়, তা হচ্ছে, নব্বইয়ের দশকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের আগে সন্ত্রাসবাদ আজকের মতো ব্যাপকতা নিয়ে দেখা দেয়নি কেন? এটা অবশ্যই কাকতালীয় নয়। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অস্তিত্ব মানেই ছিল সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শোষণ-লুণ্ঠন-বঞ্চনার থেকে মুক্তির বিকল্প একটা জগত, যেটা মানুষ সংগঠিত হয়ে গড়তে পারে। একে কেন্দ্র করেই একটা আদর্শবোধ, শ্রেণীগত চেতনা ইত্যাদি মানুষকে সংঘবদ্ধ, সংগঠিত আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বপ্ন পূরণের প্রেরণা দিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক শিবির নেই, আদর্শ হিসেবে তাকে ‘অচল’, ‘মৃত’ বলে দুনিয়াজুড়ে প্রচার চলছে, অন্যদিকে দেশে দেশে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-অত্যাচার নিদারুণ মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে, শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষ নির্মম শোষণের মুখেও প্রতিরোধহীন অবস্থায় পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে, মার্কিন সাম্রাজবাদী আধিপত্যে গোটা দুনিয়াকে বেঁধে ফেলার জন্য প্রতিরোধ আসতে পারে এমন রাষ্ট্রমাত্রকেই দুর্বল করে দিতে তার ভৌগলিক অখণ্ডতাকে ভাঙতে বিচ্ছিন্নতাবাদে মদত দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীরা; জাতীয়তাবাদের নামে ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থান ঘটছে; সাম্প্রদায়িকতা, জাতি-বর্ণগত ভেদাভেদে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতেই আধুনিক সন্ত্রাসবাদের ব্যাপক উত্থান বুঝিয়ে দেয় যে সন্ত্রাসবাদ ঘৃণ্য হলেও এর সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, জাতি-বর্ণ-ধর্মগত শোষণ-অবিচার-বঞ্চনা-পীড়ন থেকে মুক্তির একটা আকাঙ্খা কাজ করছে। বিশ্বজোড়া সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন যদি আজ থাকত তা হলে এই সমস্ত বিভ্রান্ত জনগোষ্ঠীকে এ কথা হয়ত বোঝাতে পারা যেত যে, শোষিত মানুষকে সংগঠিত করে শোষণ-অবিচারের বিরুদ্ধে সঠিক আদর্শে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনও পথে মুক্তির দরজায় তো দূরের কথা, সমস্যার সমাধানের কিনারায় পৌঁছানোও সম্ভব নয়।

ফলে সন্ত্রাসবাদের উৎসে যেতে হলে আমাদের পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থার দিকেই চোখ ফেলতে হবে। সাথে সাথে এ কথাও বুঝতে হবে, পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির আদর্শ সমাজজীবনে দুর্বল হওয়ার কারণেই স্বার্থান্বেষী পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, সাম্প্রদায়িক, জাতি ও বর্ণবাদী শক্তিগুলির এবং তাদের মদতদাতা ভোটবাজ রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করে সন্ত্রাসবাদী পথে ঠেলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

ভারতের মতো দেশে পরপর শত শত নিরীহ নাগরিকের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর পরেও নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার ও প্রশাসনের এই নির্লজ্জ ব্যর্থতার পিছনেও রয়েছে আসলে পুঁজিবাদী রাজনীতি, যা দেশের মানুষের প্রতি দরদ ও ভালবাসা নয়, কেবলমাত্র গদি, ক্ষমতা ও অর্থকেই রাজনীতির মুখ্য বিষয় করে তুলেছে। এর থেকেই জন্ম নিচ্ছে স্তরে স্তরে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ। সন্ত্রাসবাদীদের দমন করার নামে মিথ্যা সংঘর্ষের দৃশ্য সাজিয়ে মেডেল, অর্থ, প্রমোশন পাওয়ার জন্য পুলিশ ও সেনা অফিসাররা কীভাবে নিরীহ মানুষকে হত্যা করছে, নির্দোষ ব্যক্তিদের শুধুমাত্র ধর্মীয় রঙ দেখে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরছে, তার অসংখ্য নজির ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে এদেশে। এর ফলেই সরকার, পুলিশ-প্রশাসনিক ব্যবস্থার সম্পর্কে জনগণের আস্থা আজ তলানিতে। তাই আবারও বলা দরকার, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ মানুষকে শুধু অর্থনৈতিক ভাবেই শোষণ করে না, তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনকেও তছনছ করে দেয়। এমনকী বেঁচে থাকার নিরাপত্তাটুকুও পুঁজিবাদ আজ আর দিতে পারে না। মানুষ রাস্তায় কুকুর-বেড়ালের মতো মরে, আর নেতা-মন্ত্রীরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করেন, মৃত মানুষের দেহগুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি করেন ভোটের বাজারে কাজে লাগাতে। ফলে আজ এই অবস্থার জন্য দায়ী ভারতবর্ষের পচা-গলা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা।

অন্যদিকে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যে কর্তারা আজ বিমানে ভারত-পাকিস্তানে উড়ে এসে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে বড় বড় বাণী দিচ্ছেন, মনে রাখবেন, এরাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী। নিজের দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফা বৃদ্ধির স্বার্থে তেল ও খনিজ সম্পদ লুঠ করার জন্য অপর দেশে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালাতে, হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে, হাসপাতাল- স্কুল জ্বালিয়ে দিতে এদের হাত কাঁপে না। তাই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিকদের মুখে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী বাণী ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়। আধুনিক সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর হচ্ছে এই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদই।

মুখ্যমন্ত্রীকে এস ইউ সি আই-এর চিঠি

একের পাতার পর

আচরণের ফলে জমে থাকা ক্ষোভ এবং সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া অবর্ণনীয় পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে লালগড় ও তৎসংলগ্ন নিরীহ শান্তিপ্রিয় গরিব আদিবাসীরা কোনও রাজনৈতিক দলের উদ্যোগ ছাড়াই বিস্তীর্ণ এলাকায় আন্দোলন গড়ে তুলেছে এবং তাদের দুর্বল মানসিকতার নেতাদের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে জনগণের কমিটি গঠন করেই তারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এবং যত দিন যাচ্ছে এই আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও গভীরতা আরও বাড়ছে।

আপনি জানেন, প্রকৃতিদত্ত জঙ্গলের পাতা, ফলমূল, মধু সহ জঙ্গলের অন্যান্য জিনিসের উপর নির্ভর করে জঙ্গল এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠী আবহমানকাল ধরে জীবন-জীবিকার সংস্থান জঙ্গল থেকেই করে এসেছে। স্বাধীনতার ৬০ বছর এবং আপনাদের ৩১বছরের রাজত্বকালে এ অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। জঙ্গল এলাকায় বসবাসকারী অর্ধভুক্ত, অনাহারী, কর্মহীন গরিব আদিবাসীদের জন্য রেশনে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা, হাসপাতালে বিনাপয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, আদিবাসী কল্যাণের নামে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নানা স্কিম এবং ছাত্রদের স্টাইপেন্ড, হোস্টেল গ্র্যান্ট, একলব্য আবাসিক বিদ্যালয়ের টাকা, বার্ধক্য ভাতা, অন্ত্যোদয় যোজনা, ইন্দিরা আবাস, ১০০ দিনের কাজের মজুরি ইত্যাদির প্রাপ্য টাকা নিয়ে পঞ্চায়েত ও সরকারি স্তরে চরম দুর্নীতি ও দলবাজির জন্য গরিব আদিবাসীরা এই সব প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়। শান্তিপ্রিয় আদিবাসীরা সরকারি দপ্তরে বা পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানিয়েও কোনও ফল পায় না, বরং অভিযোগ জানানোর জন্য তাদের ওপর চলে লাঞ্ছনা ও অত্যাচার। ফলে বাধ্য হয় সেই আদিম অবস্থার মতো জঙ্গল থেকে জীবিকা নির্বাহ করতে, এছাড়া তাদের বাঁচার উপায়ও নেই। আপনি এও জানেন, জঙ্গলের কাঠ নিয়ে কীভাবে অবাধে চোরাকারবার চলে, যার সাথে যুক্ত শাসক রাজনৈতিক দলের নেতা, মাফিয়া, ব্যবসায়ী ও কাঠ চোরাকারবারি এবং পুলিশ ও বনদপ্তরের কর্মকর্তাদের অসাধু চক্র। কোটি কোটি টাকার চোরাকাঠের ব্যবসা অবাধে চালাতে, জঙ্গল এলাকার বাসিন্দাদের উৎখাত করতে এই চক্র আদিবাসীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। ফলে জীবিকা হারানো, অত্যাচারে জর্জরিত আদিবাসীরা পুঞ্জীভূত ব্যথা, ক্ষোভ ও যন্ত্রনা নিয়েই দীর্ঘকাল ধরে অত্যাচার সহ্য করে এসেছে। এখন 'মাওবাদী' তকমা লাগিয়ে আদিবাসীদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরও কয়েকগুণ বেড়েছে। আপনার সরকারের কোনও সহানুভূতি, ন্যায়বিচার তারা কোনদিন পায়নি। ফলে সহ্যের সীমা অতিক্রম করায় এই অত্যাচারিত আদিবাসীরা আজ আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, যেখানে আদিবাসীদের ন্যায্য দাবিগুলির সম্মানজনক সমাধানের জন্য আপনার পক্ষ থেকে উদ্যোগী হওয়ার প্রয়োজন ছিল, তা না করে আদিবাসীদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন ভাঙতে আপনার সরকার ও প্রশাসন অত্যন্ত ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে চলেছে। রাজ্যের মানুষকে দেখাতে চাইছেন, আপনি 'দুঃখিত ও লজ্জিত' এবং আন্দোলন ভাঙতে আপনারা কোনও জোর জবরদস্তি করছেন না। আপনারা দেখাতে চাইছেন আন্দোলনকারীদের অবরোধের জন্য জিনিসপত্র এলাকায় পাঠানো যাচ্ছে না, ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে ; গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায় শিক্ষকরা স্কুলে যেতে পারছেন না, ফলে স্কুলের পড়াশুনা বন্ধ, এমনকী সরকারি কর্মচারীদের মাইনেও সময়ে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অথচ আন্দোলনকারীরা শান্তিপূর্ণ পথেই পথ অবরোধ আন্দোলন করছে, যা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সীমার মধ্যেই পড়ে। এই আন্দোলন বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে শান্তিপূর্ণ ভাবেই চলছে। আন্দোলনকারীদের একটিই দাবি, সরকারি পক্ষ থেকে কেউ এসে তাদের দাবি নিয়ে সুষ্ঠু মীমাংসা করুক। আপনারা তা না করে আশা করছেন গরিব আদিবাসীরা এই আন্দোলন আর বেশিদিন চালাতে পারবে না, ধীরে ধীরে আন্দোলন একদিন স্তিমিত হয়ে যাবে। আর তখনই পুলিশ ও দলীয় ক্রিমিনালবাহিনী নামিয়ে অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়ে আদিবাসীদের আন্দোলন দমন করা যাবে এবং এভাবেই এই এলাকায় নিজেদের পেশীশক্তি ক্ষমতা দখল করবে। এই দুরাশাতে থাকলে আবার আপনি আগুন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে আপনারা এই দলীয় ক্রিমিনালবাহিনী ও অনুগত পুলিশের সাহায্যেই আন্দোলন ভাঙতে চেয়েছিলেন, সে আশা আপনাদের সফল হয়নি। এ অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আপনাদের আছে।

আপনি এও জানেন এবং বিশ্বাসও করেন যে, এই ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলার মতো শক্তি মাওবাদীদের নেই এবং সেটা তাদের রাজনীতিও নয়। সে শক্তি যদি মাওবাদীদের থাকত তাহলে তারা সেখানে মুক্তাঞ্চল করে ফেলতে পারত। এখানে রাজনৈতিক দল হিসাবে আপনারাই সমস্ত স্তরে ক্ষমতা দখল করে আছেন। ফলে আপনাদেরই অনুসন্ধান করা উচিত গরিব মানুষের এই অভিযোগগুলি কেন মনের এত গভীরে জমা হয়ে আছে। অথচ সব জেনে শুনে আপনারা অত্যন্ত চতুরতার সাথে 'মাওবাদী' নাম ব্যবহার করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে পুলিশি অভিযান চালাবার পরিকল্পনা করছেন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অবহেলিত পিছিয়ে-পড়া আদিবাসী জনগণ দীর্ঘদিনের বঞ্চনার প্রতিবাদে যেভাবে প্রতিবাদে প্রতিরোধে সংগঠিত, তা পেশীশক্তি দিয়ে দমন করার যে ষড়যন্ত্র আপনারা করছেন তাতে শুধু রক্তগঙ্গাই বইবে, আপাতত কিছুদিনের জন্য হয়ত আন্দোলনকে স্তিমিত করতে পারবেন, কিন্তু আপনার সরকারের নিষ্ঠুর অত্যাচার, অবহেলা ও তাদের প্রতি বিদ্বেষের আগুন তাদের অন্তরে ধিকিধিকি করে জ্বলতেই থাকবে, কোনওভাবেই অত্যাচারিত মানুষকে পুলিশ-মিলিটারি-ক্রিমিনালবাহিনী দিয়ে দমিয়ে রাখা যাবে না। অথচ একটা সরকার যথার্থ জনমুখী হলে ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হোত।

আমাদের দাবি, আপনারা আন্দোলন ভাঙার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র থেকে বিরত হয়ে, যথার্থ সম্মানের ভিত্তিতে ও দরদী মন নিয়ে ঐ এলাকার সাধারণ মানুষ ও আদিবাসীদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি পূরণে সচেষ্ট হোন।

আমরা দাবি করছি—

১। অবিলম্বে লালগড় ও বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পুলিশি নির্যাতন বন্ধ করতে হবে. এলাকা থেকে সমস্ত পুলিশ ক্যাম্প তুলে নিতে হবে, অভিযুক্ত পুলিশ ও পুলিশ অফিসারদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২। আদিবাসীদের ওপর থেকে সমস্ত মিথ্যা মামলা বিনা শর্তে প্রত্যাহার করতে হবে, পুলিশি নির্যাতনে আহতদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা সহ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, সমস্ত ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে।

৩। রেশন কার্ড, বিপিএল তালিকা, ১০০ দিনের কাজ ও আদিবাসীদের জন্য বরাদ্দ অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি দুর্নীতি - দলবাজি মুক্ত করে সমস্ত আদিবাসীরা যেন এই সুযোগ সুবিধাগুলি পায় তার গ্যারান্টি সরকারকে করতে হবে।

৪। আদিবাসীদের 'জঙ্গলের অধিকার আইন'কে কার্যকরী করে, জীবন জীবিকার উৎস কেন্দুপাতা, কাঠ, শালপাতা, বাবুই ঘাস ও অন্যান্য ফলমূল সংগ্রহের অধিকার দিতে হবে।

৫। বিনা পয়সায় হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে, এলাকার হাসপাতালগুলিতে উপযুক্ত সংখ্যায় ডাক্তার, নার্স, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের প্রস্তাব, লালগড় সমস্যা সমাধানে রাজ্যস্তরে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকতে হবে, এবং সেই বৈঠকে আদিবাসীদের এই আন্দোলনের কমিটিকে অবশ্যই উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানাতে হবে। আমরা মনে করি, এই দাবিগুলি সহানুভূতির সাথে পূরণের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান সম্ভব। আশা করি এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ নেবেন।

১-৩ ডিসেম্বর উত্তর চব্বিশ পরগণার অশোকনগরের শহীদ সদনে অনুষ্ঠিত হয় দশটি জেলার কর্মীদের নিয়ে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির। শিবির পরিচালনা করেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। শেষ অধিবেশনে আলোচনা করেন কমরেড মানিক মুখার্জী।

বিপন্ন অটো চালকদের সমাবেশ গড়িয়ায়

অটো বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে গড়িয়া বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন মোড়ে ২৯ নভেম্বর একটি বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সিপিএম সরকার ঘোষণা করেছে, টু স্ট্রোকের বদলে বাধ্যতামূলকভাবে থ্রি-স্ট্রোক অটো চালাতে হবে। এ জন্য অটো কিনতে হবে বাজাজ কোম্পানি থেকে। অটোচালকদের সরকার ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে ঋণ দেবে।

জনসভায় দক্ষিণ শহরতলির বিভিন্ন রুটের অটোচালকরা অংশগ্রহণ করেন। এস ইউ সি আই বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পার্থ চ্যাটার্জী, আই এন টি টি ইউ সি সভাপতি শোভনদেব চ্যাটার্জী, অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ সহ বিভিন্ন অটো ইউনিয়নের সম্পাদক বক্তব্য রাখেন।

কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার বলেন, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে অটোর ইঞ্জিনের পরিবর্তন দরকার, কাটা তেলের ব্যবহার বন্ধ করা দরকার, এ কথা ঠিক। কিন্তু সরকার, সরকারি মোটর ভেহিকেলস্ দুর্নীতিগ্রস্ত। কাটা তেলের ব্যবহার বন্ধ করার কেউ নেই। তা ছাড়া দফায় দফায় তেলের দাম বৃদ্ধিকরছে কেন্দ্রীয় সরকার। তেলের উপর বিপুল পরিমাণ কর আদায় করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। আমরা দাবি করেছিলাম, সরকার কিছু পরিমাণ কর লাঘব করুক। সরকার করেনি। তেলের দাম মিটিয়ে গাড়ির টাকা দিয়ে যা থাকে, তাতে অটোচালকের চলে না। বাধ্য হয়ে অটোচালকরা সস্তা কাটা তেল ব্যবহার করে। প্রয়োজন ছিলো সাধারণ যাত্রী পরিবহনে ব্যবহৃত তেলের কর প্রত্যাহার — সরকার তা করেনি, তাই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

এর প্রতিকার না করে সরকার অটো চালকদের উপর বিশাল অঙ্কের ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিতে চাইছে। কমরেড শান্তি ঘোষ বলেন, সংসার চালিয়ে কোনও দিন এই ঋণ শোধ করতে পারবে না অটোচালকরা। অটোর মূল্য বাবদ সরকারি অনুদান মাত্র দশ হাজার টাকা, বাকিটা ঋণ। যে সরকার টাটার মত শিল্পপতিকে জল, ভ্যাট সহ সব ফ্রি দিতে পারে, শত শত কোটি টাকা অনুদান দিতে পারে, সেই সরকার আড়াই লক্ষ অটোর প্রায় ৪ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য আরও বেশি ভরতুকি দেবে না কেন? যখন পুরনো অটোর ইঞ্জিন পরিবর্তন করে এল পি জি-তে চালানো যায়, তখন এই অটো বাতিলের সিদ্ধান্ত কার স্বার্থে? এর বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, দূষণ সৃষ্টি করে অটোর ইঞ্জিন। যখন ইঞ্জিন পাল্টালেই চলে তখন অটো বাতিল কেন? পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, গরিব অটোচালকদের উপর আক্রমণ কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আজ সারা রাজ্যজুড়ে সিপিএম গরিব মানুষের উপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। সিআইটিইউ-র তোলাবাজদের তোলা দিয়ে গাড়ি চালাতে হয়। এটা বন্ধ করতে হবে।

সরকারি আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের শপথ নিয়ে জনসভা শেষ হয়।

ইসিএল ঃ শ্রমিকদের চাপে শিফট বদলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার

ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের ঝাঁঝরা প্রোজেক্ট মেইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স-এর খনিতে প্রচলিত কাজের দ্বিতীয় শিফ্‌ট দুপুর ২টো থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত ছিল। কর্তৃপক্ষ এই শিফ্‌টকে বিকাল ৪টা থেকে রাত্রি ১২টা করার কথা ঘোষণা করে। ফলে দুই শিফ্‌টের মধ্যে ব্যবধান দাঁড়ায় ৬ ঘণ্টা, যা আগে ছিল ৮ ঘণ্টা। এইভাবে শ্রমিকদের বিশ্রামের সময় কমিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টার প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠন সি ডব্লু সি সি ২১ নভেম্বর কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয়। শোনা যাচ্ছে তথাকথিত অনুমোদিত ইউনিয়ন সিটু এবং আই এন টি ইউ সি কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপে সহমত ঘোষণা করে, এমনকী চুক্তিও করে। শিফ্‌ট পরিবর্তনের কথা শুনে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। শ্রমিকরা দলমত নির্বিশেষে ২৩ নভেম্বর খনিতে নামতে অস্বীকার করে। সিটু বহিরাগতদের নিয়ে এসে জোর করে খনিতে নামার চেষ্টা করলে শ্রমিকরা আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। উভয় শিফ্‌টের শ্রমিকরাই বিক্ষোভে সামিল হয়। কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদী শ্রমিকদের ৫০ জনের নামে মজুরি কাটার নোটিশ জারি করলে বিক্ষোভ আরও বাড়ে। ঠিকা শ্রমিকরাও এই আন্দোলনে যোগ দেয়। সিটু নেতৃত্ব হামলার চেষ্টা করেও ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকদের দৃঢ়তার সামনে এলাকা ছেড়ে পালায়। কর্তৃপক্ষ ১৮৬ জনের হাজরি কাটার কথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও শ্রমিকরা তাদের দাবিতে অনড় থাকে। শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ নতিস্বীকার করে এবং কাজের শিফ্‌টের কোনও পরিবর্তন হবে না বলে নোটিশ জারি করে। মজুরি না কাটা সহ অন্যান্য শাস্তি প্রত্যাহার করার কথাও ইউ সি এম ইউ নেতা উত্তম মুখার্জী এবং অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি নেতা বাবলা ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

কমিউনাল হারমনি কমিটির সভা

৬ ডিসেম্বর '৯২ উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণে ঐতিহাসিক স্থাপত্য বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটিকে 'ঐক্য-সংহতি ও সম্প্রীতি দিবস' ঘোষণা করে এ বছর ৬ ডিসেম্বর অল বেঙ্গল কমিউনাল হারমনি কমিটির উদ্যোগে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে একটি মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কবি তরুণ সান্যাল, অধ্যাপক স্বরাজ সেনগুপ্ত, অধ্যাপক মীরাতুন নাহার, সাংবাদিক অঞ্জন বসু ও কমিটির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক রূপম চৌধুরী। বক্তারা সকলেই ওড়িশা, আসাম, কর্ণাটক সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও দাঙ্গা এবং বিশেষ করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোর ভোট রাজনীতির কারণে ও মৌলবাদী শক্তির প্ররোচনায় দেশব্যাপী মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক, জাতিগত বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের যে মনন সৃষ্টি হয়েছে তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ২৬ নভেম্বর মুম্বইয়ের সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করে এবং নিহতদের স্মরণে গভীর শোকপ্রকাশ করে বক্তারা বলেন, ''বিশেষ রাজনৈতিক মহল তো বটেই এমনকী সংবাদমাধ্যমেও যেভাবে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকেই সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে, তা বাস্তবসম্মত নয়। সন্ত্রাসবাদের কোনও ধর্মীয় বা সম্প্রদায়গত রঙ নেই। সম্প্রতি তদন্তে মালেগাঁও বিস্ফোরণের পিছনে হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনের কিছু ব্যক্তির যুক্ত থাকার যে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে, তার দ্বারাও উপরোক্ত কথাই প্রমাণ হয়।

দেশের সাধারণ মানুষের ঐক্য বিনষ্ট করার হীন প্রয়াসকে প্রতিহত করার জন্য সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সভার সভানেত্রী, বিশিষ্ট সমাজসেবী কিশওয়ার জাহান।

মাসিক টিকিটের দাবি আদায় করলেন পরিচারিকারা

শিয়ালদহ ডিভিশনে স্বল্পমূল্যের মাসিক টিকিটের (২৫ টাকা) ফর্ম বিপিএল তালিকাভুক্ত গরিব যাত্রীরা নানা প্রশাসনিক জটিলতায় দীর্ঘ দু'মাস যাবত পাচ্ছেন না। বিশেষ করে ট্রেনে কলকাতায় আসা পরিচারিকার 'চেতনা'র চেকার ও স্টেশন চেকারদের দ্বারা নানাভাবে হয়রানি ও শারীরিক লাঞ্ছনার শিকার হন, তাঁদের ফাইনও দিতে হয়। সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখার উদ্যোগে ৩ ডিসেম্বর প্রায় পাঁচ শতাধিক পরিচারিকা মিছিল করে শিয়ালদহ ডি সি এম এবং বিবাদী বাগে অবস্থিত রেলদপ্তরে সিসিএম (পিএস)-কে ডেপুটেশন দেন।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের সাথে ৫ ডিসেম্বর সমিতির আলোচনা হয়। টিকিটের ফর্ম ছাড়াও সমিতির পক্ষ থেকে দাবি করা হয় — কনসেশন ফর্ম সরবরাহে জটিলতা দূর করতে হবে, স্টেশনে টিকিটকাটার হয়রানি দূর করতে হবে। মূল সার্টিফিকেট প্রতিবার কর্তৃপক্ষ জমা নিয়ে নেওয়ায় টিকিট নবীকরণে যে সমস্যা হয় তা ডি আর এমকে জানানো হয়।

ঐ দিনই কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও বেশ কিছু ফর্ম নেতৃত্বের হাতে তুলে দেন এবং অন্যান্য সমস্যাগুলি সমাধানের আশ্বাস দেন।

সার নিয়ে কালোবাজারি ঃ বিধানসভায় এস ইউ সি আই-এর মুলতুবি প্রস্তাব

রাজ্য জুড়ে সার নিয়ে ব্যাপক কালোবাজারির ফলে কৃষকদের দুরবস্থার কথা জানিয়ে ৫ ডিসেম্বর বিধানসভায় এস ইউ সি আই পরিষদীয় দলনেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার একটি মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিষয়টি রাজ্যের কৃষকদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি হওয়া সত্ত্বেও বিধানসভার স্পিকার বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পরিবর্তে শুধুমাত্র পাঠ করার অনুমতি দেন। স্পিকারের এই পক্ষপাতমূলক আচরণ এবং রাজ্য সরকারের কৃষকস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সভার অভ্যন্তরে প্রতিবাদ জানিয়ে ওয়াক আউট করেন কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার এবং কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার।

রাজ্যের নানা জায়গায় রাসায়নিক সার নিয়ে কৃষক-বিক্ষোভ ঘটে চলেছে। বিক্ষোভের সব থেকে বড় কারণ, সরকার ঘোষিত দামে কোথাও কোনও সার মিলছে না। কৃষকরা শঙ্কিত যে, আগামী কয়েক মাসে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ এখন থেকে আগামী এপ্রিল মাস পর্যন্ত সারের সর্বোচ্চ চাহিদার সময়। সর্বত্র শীতকালীন সবজির চাষ শুরু হয়েছে। এরপরই আসবে আলুর চাষ, তার পরেই বোরো ধান। প্রতিটি ফসলেই সার লাগে প্রচুর। দিশেহারা হয়ে কৃষকদের ঘটিবাটি, গয়নাগাটি বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে বা গ্রামীণ মহাজনদের কাছে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে সার কিনতে হয়। কৃষকদের এই অসহায়তার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এই রাজ্যে খোলাখুলি সারের কালোবাজারি চলছে। ফলে চাষির সর্বনাশ হচ্ছে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সংবাদ মাধ্যমে একাধিকবার ঘোষণা করা হয়েছে, দেশের কোথাও সারের কোনও ঘাটতি নেই। বর্তমান কৃষি-বছরে বিভিন্ন সারের সর্বোচ্চ খুচরো মূল্যও কেন্দ্রীয় রসায়ন ও রাসায়নিক সার মন্ত্রকের পক্ষ থেকে একাধিকবার জানানো হয়েছে। সার নিয়ে এই কালোবাজারি বন্ধ করে চাষির সর্বনাশ রুখতে রাজ্য সরকারের অবিলম্বে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি প্রয়োজন।

নলহাটিতে কৃষক ও আদিবাসীদের বিক্ষোভ

সারের সমস্যার সমাধান, ধানের সঠিক দাম পাওয়া, বয়স্ক কৃষকদের ভাতার ব্যবস্থা করা, বি পি এল তালিকায় উপযুক্তদের অন্তর্ভুক্তি, রেশন কার্ড প্রদান, ন্যায্য পাট্টা জমির দখলের দাবিতে এবং ১০০ দিনের কাজের দুর্নীতি ও খাসজমি নিয়ে দুর্নীতি-স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে ৪ ডিসেম্বর সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নলহাটি ব্লক কমিটি এবং নলহাটি আদিবাসী সংগ্রাম কমিটির যৌথ উদ্যোগে থানার ওসি ও ১নং বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দুটি সংগঠনের প্রতিনিধিরা পৃথকভাবে দাবিপত্র পেশ করেন। বিক্ষোভসভায় অসংখ্য আদিবাসী মহিলা পুরুষ এবং কৃষক খেতমজুর উপস্থিত ছিলেন। বিডিও দাবিপূরণের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়।

ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ে বিড়ি শ্রমিকদের মহাকরণ অভিযান

বিড়ি শ্রমিকদের সরকারি পরিচয়পত্র ও সরকার নির্ধারিত মজুরি প্রদান, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বোনাস, লগবুক চালু, কল্যাণদপ্তরের প্রকল্প বৃদ্ধি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-গৃহ নির্মাণের অনুদান সময়মতো প্রদান এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ সহ ১৪ দফা দাবিতে ৪ ডিসেম্বর মহাকরণ অভিযান করল বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। এদিন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে এক বিশাল মিছিল মহাকরণে গিয়ে শ্রমদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী

অনাদি কুমার সাহুর কাছে দাবিপত্র পেশ করে। সংগঠনের নেতা অশোক দাস বলেন, সারা ভারতের ৮০ লক্ষ বিড়ি শ্রমিকের সাথে এই রাজ্যের প্রায় ১৫ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক আজ মালিক, ঠিকাদার ও সরকারের ত্রিমুখী শোষণ অত্যাচারে জর্জরিত। ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরি আইন শুধু সরকারি খাতাতেই আছে। বাস্তবে ১ হাজার বিড়ি বাঁধার জন্য শ্রমিকরা ৯২-১২৫ টাকার পরিবর্তে মজুরি পান ২২ থেকে ৪৫ টাকা। এছাড়াও মালিক ও ঠিকাদার, পাতা ও তামাকের দাম কেটে শ্রমিকদের মজুরি আরও কমিয়ে দেয়।

তিনি আরও বলেন, বিড়ি শ্রমিক-কর্মচারীরা ১৯৭৭ সাল থেকেই প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর আওতায় আসেন। কিন্তু মালিকরা বলে, তাদের কোনও শ্রমিক নেই, ফলে পি এফ দেওয়ার প্রশ্নই নেই। আইন অনুযায়ী যে মালিক বা ঠিকাদারের ১০ জন শ্রমিক আছে, তাদেরও পি এফ দিতে হবে। কোনও বিড়ি শ্রমিক ১০ বছর পি এফ-এর আওতায় কাজ করলে বর্তমানে মাসিক ৪০০ টাকা পেনশন পাবেন। কিন্তু রাজ্যের বেশিরভাগ শ্রমিকই পি এফ-এর সুযোগ থেকে বঞ্চিত। মালিক ও ঠিকাদাররা যাদের পি এফ দিতে বাধ্য হয়েছে, তাদেরও বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে। শুধু তাই নয়, রাজ্য সরকার বিড়ি মালিকদের বাঁচানোর জন্য অসংগঠিত ক্ষেত্রের ২০ টাকার পি এফ প্রকল্প বিড়ি শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও চালু করেছে। এই পি এফ প্রকল্পের সাথে কোনও পেনসন স্কিম নেই। আইন থাকা সত্ত্বেও মালিকরা এখনও বোনাস লগবুক চালু করেনি। তাই আমরা দাবি করছি, বিড়ি শ্রমিকদের পি এফ, বোনাস ও লগবুক চালু করতে হবে।

এ ছাড়া বিড়ি শ্রমিকদের বহুদিনের লড়াই-আন্দোলনের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয় ১৯৭৬ সালে বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ আইন তৈরি করতে। ১৯৭৮ সালে তৈরি হয় বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ দপ্তর। কল্যাণ প্রকল্পের জন্য শ্রমিকদের প্রয়োজনী পরিচয়পত্র দেওয়ার কথা বিড়ি মালিকদের। কিন্তু মালিকরা সরকারি আইনকে তোয়াক্কা না করে শ্রমিকদের পরিচয়পত্র দিতে অস্বীকার করে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য- গৃহনির্মাণসহ বিভিন্ন প্রকল্পের অনুদানের টাকা বিড়ি শ্রমিকরা সময় মতো পাচ্ছেন না। গত ২ বছরের স্কলারশিপের টাকা এখনও সকলে পাননি। এই মালিকী শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে শ্রমিকরা আন্দোলনে সামিল হয়েছে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

অ্যাবেকার পোলবা থানা সম্মেলন

বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার সহ নানা দাবিতে ৯ নভেম্বর হুগলি জেলার পোলবা থানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১৭২ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন অ্যাবেকার রাজ্য সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী। সম্মেলনে ২৩ জনের থানা কমিটি গঠিত হয়।

গণদাবীর গ্রাহক হোন

গ্রাহক চাঁদা ঃ বার্ষিক ১১৭ টাকা (সডাক)
ষান্মাসিক ঃ ৫৯ টাকা (সডাক)

সাংবাদিকদের কাছে ক্রীড়ামন্ত্রীকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে

৭ ডিসেম্বর ইন্দিরা ভবনের সামনে সাংবাদিকদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা করে কমরেড প্রভাস ঘোষ ঐ দিনই এক বিবৃতিতে বলেন,

সাংবাদিকদের উপর সুপরিকল্পিতভাবেই এই আক্রমণ করানো হয়েছে। গতকালই ক্রীড়ামন্ত্রী যুবভারতীতে সাংবাদিকদের হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, তিনি নিজেই তাঁদের উপর হাত তুলবেন। আজ সে কাজটাই তিনি পুলিশের বদলে মাসলম্যান নামিয়ে সুনিপুণভাবেই করিয়েছেন।

অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকরা সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে পুলিশ ও সিপিএম ক্রিমিনাল বাহিনীর নৃশংস আক্রমণ ও অত্যাচারের সংবাদ জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ায় সিপিএম নেতৃত্ব ও রাজ্য সরকার এমনিতেই সাংবাদিকদের উপর খুবই ক্ষিপ্ত। অন্যদিকে সিপিএমের অপশাসন ও অত্যাচারে জনগণের মধ্যে প্রবল সিপিএম বিরোধী মানসিকতার কারণে ভোটের বাজারে তাদের মন্দার হাওয়া। এই পরিস্থিতিতে প্রখ্যাত ফুটবলার দিয়েগো মারাদোনা, যিনি একজন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বামপন্থী যোদ্ধা, তাঁকে এ রাজ্যে আমন্ত্রণ করে এনে সিপিএম আসলে ভোটের পালে হাওয়া তোলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মারাদোনা জানতেন না, এ রাজ্যে সিপিএম কীভাবে বামপন্থাকে কলঙ্কিত করেছে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সিপিএমের মন্ত্রী-নেতা-কর্মী-মাসলম্যান এবং পুলিশ বাহিনী মিলে প্রবল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করায় বিরক্ত হয়ে মাঠ থেকে চলে যেতে বাধ্য হন মারাদোনা। সংবাদমাধ্যম এই সংবাদ প্রচার করায় সিপিএম নেতৃত্ব ও পুলিশ কর্তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে যান। তাই সাংবাদিকদের শায়েস্তা করার জন্যই আজ পুলিশের উপস্থিতিতেই মাসলম্যানদের দিয়ে এই হামলা করানো হল। আমরা মনে করি, সিপিএমের যে ফ্যাসিবাদী আক্রমণাত্মক রূপ নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরে দেখা গেছে, সাংবাদিকদের উপর এই নৃশংস হামলাতেও তারই প্রতিফলন ঘটেছে। এ ক্ষেত্রে সরকার ও সিপিএম দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ক্রীড়ামন্ত্রীকে দেখা ঠিক হবে না। গোটা সিপিএম দলেরই আজ এই চরিত্র।

আমরা দাবি করছি, এই হামলার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে এবং সাংবাদিকদের কাছে ক্রীড়ামন্ত্রীকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in